১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা।] [১২৯৬, অগ্রহায়ণ ।।

১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।

"[illegible]" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দরিদ্র-রঞ্জনের নিয়মাবলী।

১। এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (সুলভ সংস্করণ) ১৲ এক টাকা, (রাজ সংস্করণ) ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ব্যয় কিছুই লাগিবে না। অগ্রিম মূল্য ব্যতিরেকে আমরা কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করি না। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ চারি আনা।

২। প্রতি মাসে এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। অনুশীলন ভিন্ন সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি হয় না, সকলেই লিখিতে না শিখিলে মাতৃভাষায় ভাল মন্দের বিচার শক্তি জন্মে না; লেখক, অলেখক সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমাদের এই আয়োজন। কেহ কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন; আমাদের মনোনীত হইলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। সময়ে সময়ে প্রকাশিত পুস্তকাদির সমালোচনাও প্রকাশিত হইবে।

৩। অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার বন্দোবস্ত করিলে, ছত্র প্রতি ৴০ এক আনা হিসাবে লওয়া যায়।

৪। বেয়ারিং বা ইনসফিসেন্ট পত্রাদি গৃহীত হয় না। পত্রোত্তর প্রাপ্তির জন্য রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। গ্রাহকদিগকে মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করি।

৫। সমালোচনার্থ পুস্তক, বিনিময় সংবাদ পত্রাদি সমস্তই আমার নামে পাঠাইতে হয়।

৬। প্রত্যেক এজেন্ট দশ জন গ্রাহক করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে, এক বৎসরকাল বিনা মূল্যেও বিনা মাশুলে "দরিদ্র-রঞ্জন" পাইবেন, অধিকন্তু নগদ ১৲ এক টাকা উপহার দেওয়া যাইবে।

শ্রীরাধানাথ মিত্র, কার্য্যাধ্যক্ষ,
"দরিদ্র-রঞ্জন" কার্য্যালয়।
১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।

Printed by Sen & Sons
AT THE SAMARTHAKOSH PRESS.
36 Kalleeprosad Dutt's Street, Calcutta.

২১৮/১

ছাত্রবন্ধু।

প্রথম

শিকা।

সন ১৩১৩ সাল।

রঙ্গালয়ে নটনটী যেরূপ [দর্শ]কের নিমিত্ত অভিনয় করিতে আসিয়া স্ব স্ব চরিত্র অভিনয়ান্তে প্রস্থান করে, এ বিশ্ব সংসারে নর নারী সেইরূপ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অনন্ত কাল-স্রোতে ভাসিয়া যায়—জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত আছে। চিরকাল পৃথিবীতে কালক্ষেপ করিবার নশ্বর দেহীর অধিকার নাই—কাল পূর্ণ হইলেই অনন্ত কাল-ক্রোড়ে নীত হইতে হইবে; তবে স্ব স্ব ক্রিয়ানুসারে যে ব্যক্তি যে ভাবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, পরিণামে তাহাকে তদনুষায়িক ফল ভোগ করিতে হয়। "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" মানুষ কালগ্রাসে পতিত হইলেই সংসারের সহিত তাহার অস্তিত্ব বিলোপ হইল বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা বলে সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, কোন না কোন কালে সাধারণে যাহার নিকট উপকৃত, সে ব্যক্তির আয়ু শেষ হইলেই যে পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ লোপ হইল, এমন নহে। লোক পরম্পরায় তাঁহার খ্যাতি কীর্ত্তি বংশাবলী ক্রমে ঘোষিত হইতে থাকে, সে মহাত্মার পবিত্র নাম কদাচ বিলুপ্ত হইবার নহে।

পশু পক্ষী, জীব জন্তু যাবতীয় নিকৃষ্ট প্রাণী আহার বিহার

কার্য্য সম্পাদন করে, এই পৃথিবীর সহিত জীবন পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধ; কার্য্যাকার্য্যের ফলভোগের জন্য পরলোকে তাহাদিগকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে না; কিন্তু মনুষ্য পরিণামের ভাবনা ভাবিয়াই আকুল; অনুক্ষণ কেমন করিয়া দিন যাইবে, পরে কি হইবে, পরিণামে না জানি কত কষ্টই ভোগ আছে—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই নিরন্তর বিষণ্ণ। "মহাজন যেন গতঃপন্থা" আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজে গণ্য মান্য হইয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের সদনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সময় বিশেষে দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্ষণেকের নিমিত্ত তাঁহাদের গন্তব্যপথ হইতে বারেকমাত্র পথভ্রষ্ট হইলে আর নিস্তার নাই। জগদীশ্বর অন্যান্য জীবাপেক্ষা মনুষ্যকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তৎসঙ্গেই মনুষ্যের উপর গুরুতর দায়িত্বও প্রদত্ত হইয়াছে। মানুষ খায় দায়, বেড়ায়—ইহাতেই যদি তাহার ঐহিক জীবনের কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে পারলৌকিক চিন্তায় তাহার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইবে কেন? নর নারী ইহকালের ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া পরকালের ভাবি অভাবে সতত সশঙ্কিত; এই যে হৃদয়ে পারলৌকিক চিন্তার সঞ্চার হয়, কোন একটী দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া হৃদয় বিচলিত হইতে থাকে, অকারণ কাহাকে মনোকষ্ট প্রদান করিলে প্রাণ কাঁদে, অবশ্যই নিকৃষ্ট জীব জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের অন্তরাত্মা বিভিন্ন ধাতুতে বিগঠিত হইয়াছে, নতুবা পাপ পুণ্য, শুভাশুভ চিন্তায় হৃদয়ের শান্তি লোপ হইবে কেন? মনুষ্য যে শক্তির প্রভাবে

নিকৃষ্ট জীবের উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়াও দুর্দ্দান্ত বিক্রমশালী শ্বাপদ জন্তুদিগকে আয়ত্তাধীন করিতেছে; সেই ধীশক্তির সহিতই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বিবিধ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে সংসারে উন্নতি বা অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যে ব্যক্তি যে ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হয়, দিন দিন লোক সমাজে তাহার সেই ভাবই বিকাশ পাইতে থাকে।

মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে তাহাদের বিবেক-শক্তি থাকে না, দিনে দিনে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধিত হয়; সময়ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা, আরাম বিরাম, অনুভব শক্তি তাহাদের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে থাকে। জননী অনুক্ষণ পুত্র কন্যার লালন পালনে নিযুক্তা থাকেন, তদনুসারে সন্তান ক্রমে ক্রমে মাতার স্বভাব অনুকরণ করে। মাতা—শিশুরই প্রধান অবলম্বন, তিনি তাহাকে যে ভাবে লালন পালন করিতে থাকেন, উত্তরোত্তর সে সেই ভাবেই উন্নতি লাভ করে। এই নিমিত্ত বালক বালিকা দৈনন্দিন জীবনের অভাব জনিত যাহা কিছু অস্ফুট স্বরে উল্লেখ করে, তৎ সমুদায় মাতৃভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মনের কোমলতা নষ্ট হইয়া যায়; দিনে দিনে বালক বালিকা যতই সংসার-পথে বিচরণ করিতে থাকে, উত্তরোত্তর কাঠিন্য, কপটতা আসিয়া তাহাদের পবিত্র সরল স্বভাবের শান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া বিবিধ অনিষ্টের উৎপাদন করে। বাল্য জীবন—আত্ম পর সকলেরই হৃদয়গ্রাহী,

শিশুর অধর প্রান্তে হাস্য বিকাশ দেখিয়া কাহার হৃদয় প্রফুল্ল না হয়? শোকতাপপূর্ণ বসুন্ধরার বিচিত্র বৈষম্য ভাব শিশুর কোমল চিত্ত-দর্পণে বিন্দু মাত্রও প্রতিবিম্বিত হয় না—অজ্ঞানাবস্থায় বালক বালিকা আপনাপন ভাবেই মাতোয়ারা থাকে, তাহাদের সরল চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরিণামে কি মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হইবে, তৎপ্রতি তাহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই; অধিকন্তু হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া যাহা কিছু হৃদয়ের তৃপ্তিপ্রদ, তল্লাভেই অধীর হইয়া উঠে। শিশুকালে বালক বালিকা মনের ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে পারে না, পশু পক্ষী জীবগণ যেরূপ অস্পষ্টভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করে, সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, শিশুর রোদন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মানসিক অভাব পরিব্যক্ত হয় না।

পুত্র কন্যার পরিচর্য্যায় জননী যেরূপ দিবসরজনী সংযতা থাকেন, ইহ সংসারে সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে যত্ন করিতে আর দ্বিতীয়া নাই। যে সকল বালক বালিকা এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় মাতৃ-স্নেহ লাভে বঞ্চিত হয়, ইহ সংসারে তাহাদের মত হতভাগ্য আর কেহ নাই। পুত্র কন্যার মঙ্গল কামনায় স্নেহময়ী গর্ভধারিণী আপনার অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিতা নহেন; সন্তানের অস্ফুট স্বর অন্যের অপরিজ্ঞেয় হইলেও মাতা তাহা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; স্নেহই ইহার মূল কারণ। অধিকন্তু মাতা সন্তানের লালনপালন কার্য্যে দিবারাত্রি নিয়োজিতা থাকেন, প্রতিক্ষণে পুত্রকন্যার মুখের

প্রতি চাহিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন: এরূপ অবস্থায় মাতা ব্যতিরেকে সন্তানসন্ততির হৃদয়গত ভাব আর কে জানিতে পারিবে? এই নিমিত্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু অস্পষ্ট ভাবে যাহা কিছু ব্যক্ত করে, সাধারণতঃ তাহা মাতৃ-ভাষাতেই উক্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু বাল্যজীবন হইতে যাহারা দাসদাসীর পরিচর্য্যায় লালিতপালিত হইতেছে, তাহাদের কথায় ভৃত্যের ভাষা বিবৃত হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, তৎসঙ্গেই বাক্‌শক্তিরও পূর্ণভাব বিকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু সুদীর্ঘ সময় ব্যতীত জিহ্বার জড়তা বিদূরীত হয় না। অধিকন্তু শিশু সর্ব্বাগ্রে নিত্য প্রয়োজনীয় দুই একটী বিষয় কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে, ক্রীড়াচ্ছলে কথায় কথায় মাতা বা পরিচারিকা, যাহাদের যত্নে বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, যাহা কিছু বুঝাইয়া দেয়, তাহাই বুঝিতে থাকে—এইরূপে দুই একটী বিষয়ের নামকরণে শিশু কৃতি হয়। এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল যাপন করিলে, তদ্দেশে তাঁহাদের যে সন্তানসন্ততি জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সাধারণতঃ সেই স্থানের প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যস্থ হইয়া থাকে। মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে বালক বালিকাকে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি তাহারা দিবারাত্রি সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছে, সুতরাং অন্যান্য ভাষা বোধ যেরূপ সময় সাপেক্ষ, তদপেক্ষা অল্প শ্রমে মাতৃভাষায় সহজেই তাহাদের বিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।

শৈশব অবস্থা হইতেই বালক বালিকাদিগের চরিত্রের

প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। যে বালক বালিকা বাল্যকালাবধি গুরুজনের শাসনাধিকার ভুক্ত নহে; তাহাদের সংসার-পথে ভ্রমণ বিষম ব্যাপার; যেহেতু চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন, গুরুজনের অনুমোদিত হিতবাক্য ব্যতিরেকে কদাচ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শৈশবাবস্থায় বালক বালিকার প্রকৃতি স্বভাবতই কোমল, তাহাদের মনোমধ্যে যখন যে ভাব উদয় হয়, তদ্দণ্ডেই তাহারা তাহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে। আপাততঃ যাহা কিছু দেখিতে সুন্দর, বালক বালিকার কথা দূরে থাকুক, সময় বিশেষে প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিও তল্লাভে লোলুপ হইয়া, হয়ত ঘটনাক্রমে, বিষম বিপাকে পতিত হয়। বিজ্ঞ বহুদর্শী পথপ্রদর্শকের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যে পথে কদাচ কেহ অগ্রসর হয় নাই, একাকী সেই পথে ভ্রমণ করা সকলেরই পক্ষে ভয়াবহ। সংসার রূপ বিশাল বারিধি-বক্ষে জীবন-তরণী ভাসমান, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা-স্রোতে নৌকার গতি সচঞ্চল, কখন ভাসে, কখন ডুবে—উপযুক্ত কাণ্ডারী ব্যতিরেকে এ ভব-সমুদ্রে পার হইবার উপায় কোথায়? কর্ণ-ধার ব্যতিরেকে কে পার হইতে পারে? উপদেষ্টার হিত বাক্যাবলী জপমালার ন্যায় হৃদয়ে গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, প্রতিক্ষণ সতর্কতার সহিত দিন যাপন করিতে পারিলে, অকস্মাৎ কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষে মানুষে শত্রু মিত্র দ্বিবিধ সম্বন্ধ, কেহ হয়ত পরোপ-কারার্থে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, আর কেহ বা পরের অনিষ্টসাধনে দৃঢ় সঙ্কল্প। কেহ ঠকিতেছে, কেহ ঠকাইতেছে;

আমি যাহার প্রতি আত্ম মন সমর্পণ করিয়াছি, হয়ত সেই আমাকে কোন সুযোগে দুর্ব্বিপাকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছে; ভালমন্দ দ্বিবিধ লোক লইয়াই জগতে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতেছে, আর কেহবা দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আজীবন দুঃখভোগ করিতেছে। যে বালক বালিকা শৈশবাবধি পিতামাতা কিম্বা অন্য কোন গুরুজনের হিতোপদেশানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে, অবশ্যই দিনে দিনে তাহাদের স্বভাব চরিত্রের উন্নতি হইবে; তরুলতা-দির কিশোরাবস্থায় ইচ্ছামত ঋজু বা বক্র করা যাইতে পারে, কিন্তু বয়স্থ হইয়া উঠিলে, তাহাদের সেরূপ নমনীয় ভাব আর থাকে না; তদনুযায়িক বালক বালিকাকে বাল্যকালে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া যায়, সেই উপদেশানুযায়িক তাহারা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। সময়ে তাহাদের স্বভাব চরিত্রের প্রতি সম্যক দৃষ্টি না রাখিলে, পরিণামে বিষম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বাল্যজীবনই এক মাত্র শিক্ষার সময়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সাংসারিক ভাবনা চিন্তা সমুদয় আসিয়া হৃদয়ে আশ্রয় লয়, এরূপ অবস্থায় মহাপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালী নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, যাপন করিতে না পারিলে, পরিণামে ইহ জীবনে কদাচ সুখ লাভ হয় না। যে শিক্ষা ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, দিন দিন সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইবে, সেই শিক্ষার এক মাত্র অবলম্বন বাল্য জীবন। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় দীক্ষা শিক্ষার প্রতি অমনো-

যোগী হইয়াছে, পরিণামে তাহাকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—বাল্যকাল শিক্ষার সময়, এ সময়ে হৃদয় কোমলভাবে পূর্ণ থাকে। মন কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, কোন না কোন চিন্তায় নিযুক্ত থাকে; এই সময়ে অনুক্ষণ মঙ্গলপ্রদ উপদেশ মালায় হৃদয়কে দীক্ষিত করিলে, পরিণামে কোন বিপদ ঘটিতে পারে না; সরল হৃদয়ে সাধু লোকের সদুপদেশ সাদরে গৃহীত হয়। বালক বালিকার চিত্ত সচঞ্চল ভাবাপন্ন হইলেও গুরুজনের উপদেশে কথঞ্চিৎ ভাবের পরিবর্ত্তন করে। পিতা মাতা বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অনুক্ষণ বালক বালিকাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, যে সন্তান সন্ততি গুরুজনের উপদেশ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে, তাহাকে পরিণামে কদাচ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। সংসারে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করিলে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষালাভ বাল্য জীবনেই সাধিত হইয়া থাকে; বাল্যকালে মনের গতি সচঞ্চল ভাবাপন্ন, সুতরাং বিষয় বিশেষে অনুরাগ সঞ্চার সহজে ঘটিয়া উঠা দুষ্কর; কিন্তু বাল্যজীবনই শিক্ষার সময়, যেহেতু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সংসার ধর্ম্মে আসক্তির সঞ্চার হইলে, জীবনের উন্নতি সাধন সহজে ঘটিয়া উঠে না। পিতা মাতা সন্তান সন্ততিকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না; তাহারা পাঠাগারে যাইয়া প্রকৃত সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে কি না, যে জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তদনুযায়িক কার্য্য করিতেছে কি না, তথায় সমপাঠী দিগের

সহিত তাহাদের সদ্ভাব হইয়াছে কি না; অধিকন্তু অসৎ চরিত্র বালকদিগের সংস্পর্শে তাহাদের চরিত্র দূষিত হইতেছে কি না, এই সকল ভাবনা চিন্তায় অবিরত উদ্বিগ্ন চিত্তে কালাতিপাত করিতে থাকেন। জ্ঞানের উন্নতির জন্য বালক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে; ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণাবধি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের যত্নে লালিত পালিত হইতেছে; পরের সহিত কি ভাবে বাক্যালাপ করিতে হয়, তাহারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত নহে। পিতৃগৃহে বুদ্ধিভ্রম বশতঃ কোন অন্যায় কার্য্যে অনুরত হইলেও স্নেহবশতঃ তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনীয়; কখন যাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা নাই; অধিক কি, কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই সকল নূতন মুখ, নূতন লোকের সহিত একত্রে বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হইতে হইবে, কিভাবে তাহাদের সহিত একত্র কালক্ষেপ করিবে, যে দোষের জন্য গৃহে গুরুজনের নিকট দণ্ডিত হয় নাই, বিদ্যালয়ে সেরূপ অপরাধে অপরাধী হইলে যথাযথ শাস্তিভোগ করিতে হইবে; যেহেতু বালক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে কি ভাবে চলিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত থাকেনা, সুতরাং সতত সশঙ্কিত ও সতর্ক ভাবে তাহাদিগকে দিনাতিপাত করিতে হয়। তাহারা আজীবন যাহাদের সহিত একত্র কালযাপন করিয়াছে, আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইয়াছে, পরস্পর বিদ্যালয়ে যাইয়া তাহাদের সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কোন কার্য্য করিতে হইলে কাহারও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে, তথায় সে সুবিধাও ঘটিয়া উঠে না; আপনার বুদ্ধিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাতেই অনুরাগী হইয়া থাকে।

পুত্র কন্যার জন্ম গ্রহণে পিতা মাতার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়. সন্তান সন্ততির লালন পালন জন্য তাঁহারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করেন, সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ মমতা ধরাতলে অতীব দুর্লভ! সময়ে পুত্র কন্যা প্রাপ্তি বয়স্ক হইয়া সংসারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবে, তাহাদের যশ-কাহিনী দিগন্ত ব্যপ্ত হইবে, এই আশায় নির্ভর করিয়া স্বার্থ-শূন্য হৃদয়ে জনক জননী সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনায় অনুক্ষণ সযত্ন থাকেন, সে স্বার্থ-হীন হৃদয়ের ভালবাসা ইহ সংসারে অতীব বিরল। পিতা মাতা পুত্র কন্যার হিত কামনায় সানন্দে স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নহেন, অতএব প্রত্যেক বালক বালিকার তাঁহাদের প্রতি যথা-যথ শ্রদ্ধা ভক্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই যে বিচিত্র দ্রব্যাদি পূর্ণ বসুন্ধরার অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে ইন্দ্রিয় ও হৃদয় পরি-প্লুত হইতেছে, ইহাতে অবশ্যই পিতা মাতার বিশুদ্ধ স্নেহানুরাগ লিপ্ত রহিয়াছে; তাঁহাদের অনুগ্রহেই এ দুর্লভ জন্মলাভ হই-য়াছে। কায় মনোবাক্যে সেই পৃথিবীতে পরমারাধ্য সাক্ষাৎ দেব দেবীর স্বরূপ জনক জননীর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ভক্তি করা বালক বালিকাদিগের আবশ্যক। পিতা আমাদের জন্মদাতা, মাতৃ-গর্ভে দশমাস দশ দিন পোষিত হইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি অতএব তাঁহারা যাহাতে আমাদের প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। সন্তান সন্ততি বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমাজে গণ্য মান্য ও যশস্বী হইবে, পিতা মাতা এইরূপ কামনা করিয়া থাকেন। ইহ সংসারে আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি, তাহা আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল, বাল্যকালাবধি জনক জনকীর হিতো-

পদেশ অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, কাহারও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; অধিকন্তু পিতা মাতা সন্তান সন্ততির জ্ঞানো-ন্নতির জন্য বাল্যকাল হইতেই তাহাদের যথাসাধ্য বিদ্যাধ্যয়নে যত্ন থাকেন। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগের স্বভাব চরিত্রের উন্নতি সহ যাহাতে দিন দিন বিদ্যালাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। প্রকৃত পক্ষে বালক বালিকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যাঁহাদের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়, যাঁহারা প্রকৃতই তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলে, কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

সংসারে কে কত দিন জীবন ধারণ করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যদিও জীবের মৃত্যু স্থির, তথাচ অবস্থা বা কালের স্থিরতা নাই; বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই প্রত্যেক অবস্থাতেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যু বিষম করাল মুখ ব্যাদন করিয়া অহোরাত্র আমা-দিগকে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় উপস্থিত রহিয়াছে। যাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা বলে জগৎ সংসার চলিতেছে, রবি, শশী, গ্রহ, উপগ্রহ নিয়মের পথে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছে, যথারীতি গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, এই নিয়মে ছয় ঋতুর পরি বর্ত্তন ঘটিতেছে, সেই বিশ্বপতি বিধাতার যখন যাহাকে আবশ্যক হইবে, তদ্দণ্ডেই তাহাকে যমরাজ লইয়া ভগবান সমীপে নীত করিবে। এক যায়, আর আসে; দুঃখ অন্তে সুখ, সুখ অন্তে দুঃখ -এই ভাবে জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সহ সে ভাবের কখন ভাবান্তর ঘটিবে না। এই যে জগদীশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া হৃদয় বিস্মিত হয়, যত তাঁহার বিচিত্র কার্য্য প্রণালী নয়ন-গোচর, হয়

উত্তরোত্তর হৃদয় ততই আকৃষ্ট হইতে থাকে। যে দয়াময় জগৎপাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপাবলে আমরা এই বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী পূর্ণ বিচিত্র বিশ্বের শোভা সন্দর্শন করিতেছি, অবশ্যই সেই ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ভক্তি করা কর্ত্তব্য। পিতা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে পুত্রের মঙ্গল কামনায় অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকেন, আপনার শুভাশুভের প্রতি উদাসীন হইয়াও পুত্রের হিতকামনা করেন, সেইরূপ বিশ্বপতি বিধাতার একমাত্র অনুকম্পায় আমাদের দিনাতিপাত হইতেছে; তিনি একদিনের নিমিত্ত যদি আমাদের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত না করেন, তদ্দণ্ডেই পৃথিবীর সহিত আমাদের যাবতীয় সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে; অন্যের চক্ষে সহস্র অপরাধে অপরাধী পিতার নিকট যেমন সেই সমস্ত দোষ হইলেও মার্জ্জনীয়; সেইরূপ আমরা ভ্রমপথে যাইয়া যে অসংখ্য দোষ রাশির সূত্রপাত করিতেছি, তিনি তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিয়াও আমাদের অহোরাত্র হিত চিন্তা করিতেছেন। যাঁহার অনুগ্রহে আমাদের কোন দ্রব্যের জন্য ভাবিতে হয় না, ইচ্ছা মাত্রেই সম্পন্ন হইতেছে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সেই দয়াময় বিশ্বনাথের প্রতি হৃদয় মন সমর্পণ করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত। লোকে সামান্য উপকার করিয়াই, তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুপকার না পাইলে, কত গোলযোগ উপস্থিত করে; কিন্তু সেই জীবের জীবন পতিতপাবন ভগবান অকাতরে সন্তান সন্ততির প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন, পিতা মাতা যেরূপ পুত্র কন্যা সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহে কদাচ বাম হইতে পারেন না, ততোধিক ভাবে জগদীশ্বর

আমাদের প্রতি অনুকম্পা করিতেছেন। আমরা সৎপথে থাকিয়া ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই, তিনি আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

ঈশ্বর জীবের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা। সংসারে যখন যে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তৎসমুদয় তাঁহার বিদিত; নরনারী সংসারে আসিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, যে ব্যক্তি আজীবন সৎপথে থাকিয়া ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাকে ঐহিক ও পারমাত্মিক কোন বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না; কিন্তু তাহার অন্যথাচরণে বিষম বিপদের সম্ভাবনা। যেহেতু মৃত্যুর কিছুই স্থিরতা নাই, কখন যে কাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, কেহই বলিতে পারে না; অতএব বয়োবৃদ্ধি সহকারে হিতাহিত বিবেক শক্তির সঞ্চার মাত্রেই, যাহাতে অনুষ্ঠিত কার্য্যে জগৎপাতা জগদীশ্বর প্রসন্ন থাকেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। অনন্ত সমুদ্র সদৃশ সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে জীবন-তরণী অনুক্ষণ বিতাড়িত, বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা; অতএব আমরা সংসার ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া যখন যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহার ভবিষ্যতের ফলাফল ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিধেয়। অধিকন্তু যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্ব সংসারের কার্য্য যথানিয়মে পরিচালিত হইতেছে, সেই দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহের বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সহস্র বিপদ সম্মুখীন হইলেও নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি লাভ হইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য।

মনুষ্য হৃদয়ে জগদীশ্বরের শক্তি ও কৌশলের কতক অংশ বিকাশ পাইয়া থাকে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কালে চিত্তের প্রক্রিয়া কিছুই থাকে না; দিনে দিনে যেমন বয়োবৃদ্ধি হয়, তৎসহ পরিণামে বয়োবৃদ্ধাবস্থায় কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, সেই সকল উপায়ের মূল স্বরূপ দীক্ষা শিক্ষা দ্বারা মনের সংস্কার করা হয়। ইহ সংসারে দিন যাপন কালে মানুষের আন্তরিক ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, তৎসহ সেই হিতাহিত জ্ঞান জনিত কার্য্যের অনুষ্ঠান বশতঃ ভাল মন্দ পর্য্যায়ক্রমে এক জীবন হইতে অন্য জীবনে যাতায়াত করিতেছে। ইহ জীবনে যাহাতে আত্মা সুচারু রূপে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া পরলোকে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাই বিদ্যা লাভের প্রয়োজন। মাতৃগর্ভ হইতে বালক বালিকা ভূমিষ্ট হইবার সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য নিকৃষ্ট পশুর মত কি নিমিত্ত যে মর্ত্তধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিছুই জানে না; তাহাদের মত ক্ষুধায় আহার ও পীড়িতাবস্থায় রোদন ব্যতিরেকে আর কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহে; দিনে দিনে তাহাদের বাক্‌শক্তির স্ফূরণ হয়। অন্ততঃ পঞ্চম বৎসর অতীত হইলে বালক বালিকার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়া থাকে। বালসুলভ চাপল্য বশতঃ যদিও এরূপ শৈশবাবস্থায় সন্তান সন্ততি তাদৃশ পাঠে মনোযোগী হয় না, তথাচ ক্রমে ক্রমে গুরু

জনের হিত কথা শ্রবণ ও নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাস তাহারা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। এইরূপে সময়ে যাহাদের সুনাম সংসারে ঘোষিত হইবে, সেই সকল লোকেই বাল্যাবস্থায় লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী হয়। অন্ধকার পথে ভ্রমণ যেরূপ দুঃসাধ্য, অজ্ঞ জনের ইহ সংসারে দিনাতিপাত, তদপেক্ষাও কষ্টকর; জ্ঞানালোকে আমাদের হৃদয়ের মলিনত্ব বিদূরীত হইয়া যায়, সদসৎ প্রবৃত্তি হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকে; অধিকন্তু জ্ঞানোপার্জ্জনে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালন হইবে, অথচ কোন কষ্টভোগ করিতে হইবে না, সেই সমস্ত বিবরণ তাহার কিছুই অবিদিত থাকে না।

প্রাতঃস্মরণীয় দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় যেরূপ কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া পঠদ্দশা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ অনেকের জীবন বৃত্তান্ত সেই সমস্ত ঘটনাবলী সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার যে অসাধারণ ধীশক্তি ছিল, সেরূপ খ্যাতনামা পুরুষ কয় জন? কেহবা একবার মাত্র পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিয়াই কৃতকার্য্য হইতেছে, আর কেহবা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতেছে না। যাহা হউক, পরিশ্রম ব্যর্থ যায় না, অবিরত তদ্গত চিত্তে কোন বিষয়ে সংযত হইলে, সময়ে যে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকে সাধারণতঃ বুদ্ধির প্রাখর্য্য লইয়া গোলযোগ করে, অমুকের পুত্র আমার পুত্রের অপেক্ষা অধিক মেধাশক্তি সম্পন্ন বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ সংস্কার আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণ অমূলক। "সাধনায় সিদ্ধি" এই চির প্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্যানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, কাহাকেও পরিতাপ করিতে হইবে না,

অবশ্যই ভগবান তাহার প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত করিবেন। বাল্য জীবনে জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত যথানিয়মে পরিশ্রম করা বিধেয়; যে বালক বালিকা লেখা পড়ায় অবহেলা করে, তাহাদিগকে চিরকাল দুঃখভোগ করিতে হয়। এক জনের অন্যের অপেক্ষা পাঠাভ্যাসে সমধিক সময় লাগে; কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ বলিয়া কি সে বালক ভবিষ্য জীবনের উন্নতির সোপান স্বরূপ বিদ্যাধন উপার্জ্জনে বীতানুরাগী হইয়া আজন্ম মূর্খ হইবে? খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, অধিক কি, সভ্য সমাজে গণ্য মান্য হইয়া দিনাতিপাত করিতে হইলে, শিক্ষার প্রয়োজন; জ্ঞানোপার্জ্জন ব্যতীত মনের মলিনত্ব বিদূরীত হয় না। যে বালক আপনাকে অন্যাপেক্ষা ধীশক্তিসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া আত্মশ্লাঘায় পাঠে তাদৃশ মনোযোগী হয় না, সময়ে তাহার সেই বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়। মহাত্মা রিচার্ড সাহেব বলিয়াছেন, "যে চাবি নিত্য ব্যবহার করা যায়, তাহা সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে।" প্রকৃত পক্ষে যত্ন সহকারে লেখা পড়ায় মনোনিবেশ না করিলে, আজীবন কষ্টভোগ করিতে হয়। যদিও সকলের অবস্থা সমান নহে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেহ কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আজীবন উপার্জ্জনের প্রতি মনোযোগী না হইলেও, সাংসারিক অভাব জনিত বিষম কষ্ট এক দিনের নিমিত্তও তাহাকে ভোগ করিতে হয় না, তথাচ বিদ্যালাভ ব্যতিরেকে মনের প্রীতি লাভ হইবে না। বিদ্বান ব্যক্তি সকলের নিকটেই সমাদৃত। পণ্ডিত প্রবর চাণক্য, নৃমণি অপেক্ষা বিদ্বানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন:—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

শিশুকালে বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, আপাততঃ যাহাতে মনের প্রীতি অনুভব হয়, তল্লাভেই বালক বালিকা লোলুপ হইয়া থাকে—লেখা পড়া শিখিতে হইলে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, বিশেষ মনঃ সংযোগ ব্যতিরেকে বিদ্যাধন লাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। সময়ে কৃতকার্য্য হইব, অন্যে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, অবশ্যই আমার দ্বারা তদনুযায়িক কার্য্য হইবে, সফলকাম না হইয়া কদাচ নিশ্চিন্ত হইব না, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলে, যতই কেন পাঠাভ্যাস গুরুভার হউক না, সময়ে আয়ত্তাধীন হইবে। একবার কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইলে, ইহজীবনে আর পতনের সম্ভাবনা নাই! কিন্তু সতত অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কয়েক দিবস সতর্কতার সহিত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, পরিণামে মন আর অন্য কার্য্যে সংযত হইবে না। বালক বালিকা ক্রীড়ায় যেরূপ নিযুক্ত থাকিলে মনে মনে প্রীতি লাভ করে, তদপেক্ষা বিদ্যাধ্যয়নে সমধিক প্রীতি অনুভব করিবে। হৃদয়কে আয়ত্তাধীন করা একান্ত কর্ত্তব্য; সাধারণ উৎসাহ, গুরুজনের উপদেশ এবং কি ভাবে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান ছাত্রদিগের আবশ্যক। মনে মনে যেরূপ কল্পনা করা যায়, কার্য্যে কদাচ তদনুযায়িক ফললাভ হয় না—অনেক বালক বালিকার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি লক্ষ করিলে, অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সময়ের অধিকাংশ বৃথায় যাপিত হইয়াছে; পুস্তক হস্তে

সারাদিন পাঠশালায় বসিয়া থাকিলে, বিদ্যালাভ হয় না। যে বালক বালিকা বিদ্যোপার্জ্জন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান না করিয়া, পিতা মাতা বা গুরুজনের তাড়নায়, তাঁহাদেরই উপকার করিতেছে ভাবিয়া, অনিচ্ছায় পুস্তক হস্তে লইয়া কালক্ষেপ করে, তাহারা নিশ্চয়ই চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবে। পঠদ্দশায় নানা কারণে সময়ের অপব্যবহার হইয়া থাকে। সাধের সংসার পাতিয়া জীবন ধারণে যে সকল সাংসারিক ঘটনা সম্বলিত কষ্ট অনুভব করিতে হয়, বাল্য জীবনে সে সমস্ত দুঃখ ভোগ করা দূরে থাকুক, অনেকে অনুমানও করে না। পিতা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক যাহাতে বালক বালিকার শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী থাকেন, কিন্তু পাঠাধ্যয়নের কার্য্য যাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহারা তৎপ্রতি মনোনিবেশ না করিলে, কিরূপে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে? অর্থ বিনিময়ে অনেক দ্রব্য লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু অমূল্য ধন বিদ্যা অর্থব্যয়ে লাভ করা যায় না; সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার সন্তান সন্ততির অধ্যয়ন জন্য গৃহে শিক্ষক নিযুক্ত করেন, অবশ্য শিক্ষক মহাশয় যথানিয়মে তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতেছেন এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য যত্ন লইতেছেন, কিন্তু যে সকল বালক বালিকা অধ্যয়নে মনোযোগ অপেক্ষা আমোদ প্রমোদে কালযাপন অধিক প্রীতিপ্রদ মনে মনে স্থির জানিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল মাত্র যে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততি লেখা পড়ায় অমনোযোগী হয়, এরূপ নহে; সামান্য সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতেও এইরূপ দেখিতে

পাওয়া যায় যে, পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক বালকের লেখা পড়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন, আপনি কায় ক্লেশে কষ্ট স্বীকার করিয়াও যাহাতে সন্তানের বিদ্যালাভ হয়, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী আছেন, কিন্তু বালক ভ্রমবশতঃ সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া দিনে দিনে অধঃপাতে যাইতেছে।

কেবল মাত্র যে অর্থ উপায়ের জন্য বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, এরূপ নহে। তাহা হইলে ধনশালী ব্যক্তির পুত্র মূর্খ হইয়া থাকিলে কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু শিক্ষার সহিত ইহ জীবন-ব্যাপী অনুষ্ঠিত কার্য্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা যে ভাবে শিক্ষিত হইব, পরিণামে তদনুযায়িক কার্য্যেই সংযত হইতে হইবে। বাল্য কাল বৃথায় নষ্ট করিয়াছি, যে ভাবে বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে সে সকল ঘটনা মনে ভাবিলেও লজ্জা ও ঘৃণা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে; অধিকন্তু পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হয়। হায়! বাল্য জীবন যদি অসার আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত না করিয়া সদ্ব্যবহারে দিনাতিপাত করিতাম, পিতা মাতা ও গুরুজনের অনুমোদিত কার্য্যে সতত চিত্তকে সংযত রাখিতাম, তাহা হইলে পরিণামে এরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইত না। মনে হয়, বিধাতা যদি পুনরায় আমাকে বাল্যাবস্থায় পরিণত করেন, তাহা হইলে আর ভ্রমপথে এক পদও অগ্রসর না হইয়া, অনুক্ষণ ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হই। এখনও কার্য্যবশতঃ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, অথবা পাঠাগারের পার্শ্ব দিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে, হৃদয় বিচলিত হইতে থাকে; মনে হয় কি কুক্ষণেই অমূল্য সময় অবহেলায় নষ্ট করিয়াছি। বাল্যকালের

কথা যখন আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখনই ভাবি, আমি কতই অন্যায় করিয়াছি. কতই সুযোগ হারাইয়াছি এবং কতই অন্যায় আচরণে অভ্যস্থ হইয়াছি।

বাল্যাবস্থায় যেরূপ আচার ব্যবহারের অনুকরণ হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল রীতি নীতি অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সংসর্গ জনিত দোষাদোষ গ্রহণে বালক বালিকা বিশেষ অনুরক্ত, এইরূপে বারম্বার একত্র সহবাস জনিত যে দোষের সূত্রপাত হয়, সে দোষ ইহজীবনে বিদূরিত হয় না। অধিক কি, বাল্যাবস্থায় কৌতূক-ছলে বালক বালিকা বারম্বার যে অপভ্রংশ নামে আহ্বানিত হয়, বয়োপ্রাপ্ত হইলেও তাহারা সেই নামেই আখ্যায়িত হইয়া থাকে। সমপাঠী বালক বালিকা যেরূপ পরস্পর পরস্পরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভাব ভক্তি ও স্বভাবের বিষয় জানিতে পারে, সেরূপ আর কেহই পারে না। কোন ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহার বাল্য বন্ধুর নিকট হইতে যেরূপ বিস্তারিত সমাচার জ্ঞাত হওয়া যায়, সেরূপ আর কিছুতেই জানিতে পারা যায় না। অনেকের মনে এরূপ সংস্কার আছে যে, এক্ষণে তাঁহারা পূর্ণবয়স্ক হইয়াছেন, অতএব স্বভাব চরিত্রের সংস্কার ও উন্নতির বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার তাঁহাদের তাদৃশ আবশ্যক নাই, কিন্তু এ কথা সাতিশয় ভ্রান্তিমূলক। যেহেতু যতদিন সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তদবধি প্রতি কার্য্যের দায়ীত্ব তাঁহার স্কন্ধেই ন্যস্ত আছে। বাল্যকালে স্বভাব চরিত্রের যেরূপ বিকাশ পায়, পরিণামে সেই সকল ভাবই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে ; অতএব বাল্যাবস্থায় আচার ব্যবহার যাহাতে কোন প্রকারে দূষিত বা নিন্দনীয় না হয়, তৎপ্রতি

বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাল্য জীবন—পরিণামের আদর্শ স্বরূপ। শিশুকাল হইতে যেরূপ আচার ব্যবহারের অনুরাগী হইবে, পরিণামেও সেইরূপ স্বভাব দাঁড়াইবে। পঠদ্দশায় লোকের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ সংস্কার জন্মিবে, উত্তরোত্তর সেই সংস্কারেরই বৃদ্ধি হইবে, কদাচ সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। পঠদ্দশায় সমপাঠী বা শিক্ষক মহাশয় বালকের চরিত্রাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার দোষ দেখিলে, তাঁহাদের মনে সেই বালকের বিষয়ে যে কুসংস্কার জন্মে, যতদিন সেই ব্যক্তি ইহ সংসারে জীবিত থাকিবে, তদবধি তাঁহারা তাহাকে সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্ট বলিয়াই জানিবেন। কোন দোষে দোষী হইয়া পরিণত অবস্থায় বিশেষ সুকৃতী লাভ করিলেও পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্খলন সাতিশয় গুরুতর। পঠদ্দশায় ভ্রম বশতঃ কোন দোষে দোষী হইলে, যতদিন সংসারের সহিত তাহার সংশ্রব থাকিবে, সেই সুদীর্ঘ কাল তাহাকে লোকের নিকট অবমাননা সহ্য করিতে হইবে।

বাল্যকালে অনেকেই বিদ্যা উপার্জ্জনে সংযত থাকে, কিন্তু সকলেই যে শিক্ষার চরম অবস্থায় উপনীত হইবে, সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সম্ভবতঃ অনেকেই যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়া সংসারের অভাব নিবারণ জন্য কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, কিন্তু শৈশব কাল হইতে শিক্ষায় মনোযোগী হইলে অবশ্যই পরিণামে উন্নতি লাভ করিতে পারে। সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক কিম্বা যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের অধ্যবসায় সহকারে ইহ জীবনে সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ ও গণ্য মান্য হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন চরিত পাঠে একদিন তাঁহাদের মত

সম্মান ভাজন হইব, আশা করিয়া যথাসাধ্য উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু মনুষ্যের মন ভ্রমসঙ্কুল, পার্থিব প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের অভিলষিত কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া ভাবী সুখের বিষয় এককালে বিস্মৃত হইয়া যায় ; আপাততঃ আমোদ-প্রদ বিষয়ে অনুরক্ত হইয়া ভবিষ্যতে সুখের মূলে কুঠারাঘাত করে। প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক বা অন্য কোন গুণশালী ব্যক্তিকে গত সময় কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন এবং যথার্থই উদ্যমশূন্য ভাবে তাঁহার সে সময় গত হইয়াছে বলিয়া, আক্ষেপ করিবেন। বস্তুতঃ প্রতিদিন যে সময় আমরা নিষ্কর্ম্ম ভাবে ক্ষেপণ করি, সেই অপব্যয়িত সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে যে অনেক মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের অগ্রে যে সকল উন্নতমনা মনুষ্য ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের জন্য প্রচুর অমূল্য রত্ন ভূগর্ভে রাখিয়া গিয়াছেন—বহু শ্রম স্বীকার করিয়া মৃত্তিকা রাশি খনন পূর্ব্বক সুবর্ণ উত্তোলন করিতে না পারিলে, সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করা কদাচ কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যথাসাধ্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে ব্যক্তি এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, দিনে দিনে তাহার নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ হইবে। অধ্যয়নে জ্ঞান সঞ্চার হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে পার্থিব বিষয় সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহারের ব্যুৎপত্তি জন্মে। জ্ঞানালোকে যাহার হৃদয় আলোকিত নহে, সামান্য বাহ্যিক শোভা সন্দর্শনে তাহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিশেষ যত্ন সহ-

কারে অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, অন্যে যে বস্তু লইয়া প্রীত হয়, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া যে বস্তু উপভোগে অনন্ত কালের জন্য মনে প্রীতি লাভ হইবে, অনুক্ষণ তাহাতেই নিযুক্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কখনও জ্ঞান চর্চ্চায় হৃদয় সংযত করে নাই, তাহার নিকট জ্যোতিষ বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলে, চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ ভাবে কাল ক্ষেপ ব্যতিরেকে আর কিছুই উপায় নাই।

স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের আত্মা সমান বা সমভাবে গঠিত কি-না, সে বিষয় এক্ষণে প্রশ্ন করা হইতেছে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম সাদৃশ্য থাকিলেও পরস্পর সমভাব যুক্ত নহে। কিন্তু উৎকর্ষণ ও অধ্যয়নের দ্বারা উন্নতি সাধনে সযত্ন হইলে, অবশ্যই আত্মোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আমার যে বিষয়ে ধীশক্তি তাদৃশ নাই, অপরের হয়ত তাহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে ; এক ব্যক্তি গণিত শাস্ত্র, রচনা বা বক্তৃতায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু হয়ত তাঁহার মনে এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, কোন বিষয়ে প্রগাঢ় চিত্তে নিযুক্ত থাকিলে, অবশ্যই সময়ে তাহাতে কৃতী হইবে। অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্মরণ শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না ; যেহেতু সাধু ও উদারচিত্ত ব্যতীত জগতে কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক জ্ঞানের অনুশীলনে সময় ক্রমে শিল্প কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু

শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদিত হইলে, সমধিক সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

জগদীশ্বর সকলকেই সমভাবে মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। দীক্ষা শিক্ষার দ্বারা হৃদয় সংগঠিত হয়, কুৎসিৎ প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে না: যে ব্যক্তি যে ভাবে বিদ্যাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছে, পরিণামে তাহার স্বভাব চরিত্রেও সেই ভাব বিকাশ পাইয়া থাকে। সাধু জীবন অবলম্বন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, পরিণামে লোক-সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হয়। এরূপ সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দীক্ষা শিক্ষায় সম্যক উপদিষ্ট হইয়াও সময় বিশেষে লোক জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ বিদূষী ব্যক্তির জীবন চরিত কলঙ্ক পূর্ণ—যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষায় আপনার হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম, তাহার মত হতভাগ্য ইহ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। সকলে সকল বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না, কেহ বা গণিতে, কেহবা সাহিত্যে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যখন যে বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হইব, তদ্গত চিত্তে তদ্বিষয়ে সংযত হইলে, অবশ্যই যে কৃতকার্য্য হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মন সতত ভ্রান্ত পথের পথিক, পদে পদে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে উপেক্ষা করিয়া অসৎকার্য্যে হৃদয় নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এক ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস যোগ্য নহে; যেহেতু শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে

অক্ষম হইলে, কোন বিষয়েই কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। প্রাকৃতিক জ্ঞানলাভ দ্বারা বিষয় বিশেষে অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মে, শিক্ষিত জ্ঞানে সেই অনুষ্ঠিত বিষয়ের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। কোন কার্য্য দেখিয়া তৎসাধনে হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ যে ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাই প্রাকৃতিক জ্ঞান; আর কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইয়া তৎসাধনে যে প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহাই শিক্ষিত জ্ঞান। আমাদের দেশে চির প্রথানুসারে কুম্ভকার মৃত্তিকায় তৈজসপাত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে, যে ভাবে তাহার পিতৃপুরুষ কার্য্যে সংযত ছিল, এক্ষণেও প্রায় সেই ভাবেই তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; এই যে পুরুষানুক্রমে কার্য্যটী হইয়া আসিতেছে, ইহাতে দীক্ষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই; একের কার্য্য দেখিয়া অন্যের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে; কিন্তু কিরূপ মৃত্তিকায় কার্য্য করিতে হইবে, কোন কার্য্য কত সময় সাপেক্ষ, এই সমস্ত বিবরণ সম্বলিত পুস্তক পাঠ অথবা শিক্ষিত লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণানন্তর যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই শিক্ষিত জ্ঞানসম্ভূত। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিকের সহিত শিক্ষিত জ্ঞানের সংযোগে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

স্বভাবসিদ্ধ ধীশক্তি দ্বারা ইহ সংসারে উন্নতি লাভ অতি অল্প মাত্র লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। আপনার স্মৃতি শক্তির উপর বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া পরিশ্রমে অব্যাহতি গ্রহণ কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, এক জনের অল্প পরিশ্রমে অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে দেখিয়া, অপরের তাহার প্রতি দ্বেষ বা হিংসার সঞ্চার হইতে দেখা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তির অপরের অপেক্ষা

সূক্ষ্মবুদ্ধি, তিনি সামান্য পরিশ্রমে যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, অপরে তদপেক্ষা গুরুতর শ্রম করিয়াও কদাচ তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। গুরুতর পরিশ্রমে এককালে বুদ্ধির প্রাখর্য্য বিকাশ পায় না, তবে এক্ষণে যে কার্য্য করিতে আসক্তির উদ্রেক হইতেছে না, অলসে বিলাসে সময় ক্ষেপণে হৃদয় অণুক্ষণ চেষ্টিত আছে, অবিরত সেই বিষয়ে চিত্ত সংযত রাখিলে এবং যাহাতে তদ্বিষয়ে কৃতী হইতে পারি এরূপ মনে মনে স্থির ভাবিলে, সময়ে যে তাহা সম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু শ্রমে নিযুক্ত হইলেই ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ে অনুরাগ জন্মে, নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। পঠদ্দশায় প্রায় সকল ছাত্রই দশ জনের নিকট যাহাতে গৌরব বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকে, কিন্তু কিরূপ উপায়ে যে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রতি তাহাদের তাদৃশ লক্ষ্য থাকে না। তন্ন তন্ন করিয়া সবিশেষ সন্ধান গ্রহণ এবং অধ্যবসায় সহ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই ফল লাভ হইবে, আজ যে কার্য্য আমার দ্বারা নিষ্পন্ন হইল না, সময়ে আমিই তাহা সম্পন্ন করিব; যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব না; তদ্গত চিত্তে তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব এবং তাহার জন্য যতই কেন গুরুতর পরিশ্রম হউক না, কখনই তাহাতে বীতানুরাগী হইব না, এইরূপ মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, অবশ্যই সফল হইব। আমরা যখন যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, ধৈর্য্যই তাহার মূল। কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথম উদ্যমে তাহা সম্পন্ন হইল না বলিয়া, এক কালে আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত

হওয়া কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু উদ্যম ভঙ্গ হইলে অনুষ্ঠিত কার্য্য সাধন দুষ্কর হইয়া উঠে। মহাত্মা স্যার আইজাক্ নিউটন আপনার সহিত সাধারণের হৃদয়গত ভাবের তুলনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি অন্যান্যাপেক্ষা ধৈর্য্যশীল, নতুবা তাঁহাতে আর কিছুই বিশেষ গুণ নাই। হয়ত তোমার ভাববান হৃদয়, বিচক্ষণ বিচার-শক্তি, ক্ষমতাশীল কল্পনা কিম্বা নানা বিষয়িণী ভাবের কথা মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তুমি যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, একথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। বিশেষ মনোযোগ সহকারে কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে জনসমাজে গৌরব বৃদ্ধি হয় না। গুরুতর এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রমই তোমার ইহ জীবনের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ভিত্তি। আমোদ প্রমোদের জন্য বন্ধু বান্ধব রহিয়াছে, জ্ঞানের উন্নতি ও সাহায্য কারণ রাশি রাশি পুস্তক রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত বিবিধ সুযোগ তোমার উপভোজ্য, কিন্তু হৃদয়কে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া এবং সৎলোকের উপদেশানুসারে কার্য্যক্ষম করা একমাত্র তোমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আপনার চেষ্টা যত্ন না থাকিলে অপরের প্রবোধ বাক্যে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম দ্বারা যে বস্তু লাভ করা যায়, ইহ সংসারে সে বস্তুর মূল্য কেহই যোগাইতে পারে না। দ্বাদশ মাস ব্যাপী বৎসরের অতি স্বল্প ভাগেই বসন্ত ঋতুর বিরাজ হয়: সেইরূপ জীবনে, কিশোর অবস্থা অতি অল্পকাল স্থায়ী, অথচ যে ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, প্রবল প্রভঞ্জন উদ্বেলিত ভীষণ সংসার-সমুদ্রের ঘাত প্রতিঘাত সম্বলিত ঊর্ম্মিমালা হইতে জীবনতরণী অব্যাহতি পাইবে না, জানিয়াও নৌকায় যেরূপ সুবিজ্ঞ

কর্ণধারের আবশ্যক, যেহেতু নৌকা চালকেরই আয়ত্বানুসারে চালিত হইবে ; সেই কর্ণধারের দীক্ষা শিক্ষার সময় এই তরুণ বয়স। ছাত্রাবস্থায় বালক বালিকার ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকে না, সংসার-রাক্ষসী কি যে ভীষণ মুখ-ব্যাদন করিয়া তরুণ বয়স্ককে গ্রাস করিবার জন্য অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে ভীষণ দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টি-পথেও উদিত হয় না। এই জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ে দীক্ষা শিক্ষায় বিশেষ যত্ন সহ যে ব্যক্তি উন্নতি লাভ করিতে পারে, পরিণামে যতই কেন ঘোর দুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হউক না, অবশ্যই জগদীশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। একাকী এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পৃথিবীর যত কিছু বাধা বিপত্তি কালক্রমে সকলেরই সম্মুখীন হইতে হইবে। সংসারীর নিয়ম ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া কার্য্য করিতে দেহীর অধিকার নাই। তুমি মনুষ্য, মনুষ্যকে সংসারে প্রবেশ করিয়া যে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, একে একে সকল বিপদই ঘটিবে—সুদিনে যে ব্যক্তি সুযোগ বুঝিয়া দুর্য্যোগের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে, তাহার প্রসন্ন বদন কদাচ বিষণ্ণ হইবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে যে মনোরম দ্বীপপুঞ্জের কথা ভূগোল পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহা প্রবালকীট দ্বারা বহুকালে নির্ম্মিত হইয়াছে ; এইরূপ মনুষ্য বিশেষ উদ্যমের সহিত অবিরত কার্য্যে সংযুক্ত থাকিলে, পরিণামে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রবাল সমূহ যেরূপ প্রতিদিন যথানিয়মে শ্রম করিয়া বহুকালে বিশাল দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে মনুষ্য অবিরত কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিলে, অবশ্যই

সময়ে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কথায় কথায় একখানি চিত্রের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল ; তাহাতে একটী পর্ব্বত অঙ্কিত ছিল, জনৈক ব্যক্তি তাহার সন্নিকটে গাত্রের বস্ত্রাদি রাখিয়া সেই পর্ব্বতের পাদ দেশে কুঠার হস্তে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছিল—চিত্রের নিম্ন ভাগে লেখা ছিল "ক্রমে ক্রমে," ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যে সংযত থাকিলে, কখন না কখন অবশ্যই তাহা সম্পন্ন হইবে।

চিত্তের উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ মনের গতি চঞ্চল ভাবাপন্ন ; যে ব্যক্তি চিত্তসংযম করিতে অক্ষম, তাহাকে বিষয় বিশেষের চিন্তায় নিযুক্ত রাখিলে, প্রকৃত পক্ষে কোন উপকারই দর্শে না ; যেহেতু তদ্গত চিত্তে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেও, সেই অব্যবস্থিত প্রকৃতিগত ব্যক্তির আচরিত কার্য্যে অনুরাগ জন্মে না ; অধিকন্তু বিশেষ মনোযোগ সহ অনুরক্ত হইয়াও পরিণামে সেই ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার সচঞ্চল চিত্তের গতি অনুষ্ঠিত বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে নিয়োজিত হইয়াছে, অগত্যা নিরুৎসাহ হইয়া অকর্ম্মণ্য ভাবে কালক্ষেপ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত মনের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম এবং দিনে দিনে চিত্তকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, সেই ধন্য! জগতে এরূপ ভাগ্যবান লোক অতি অল্প মাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক কালে বহুল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে, চিত্তসংযমের পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় ; পঠদ্দশায় ছাত্রদিগের সাংসারিক ঘটনাচক্রে জড়িত হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। পরিণামে আবশ্যকীয় বিষয়ে হৃদয় যাহাতে

উপযোগী হইতে পারে, ছাত্রাবস্থায় চিত্তকে সেই ভাবেই দীক্ষিত করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সাংসারিক কার্য্যাদি সমুদয়ই ক্রমে ক্রমে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের অনুষ্ঠান হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। অতএব পঠদ্দশায় এরূপ ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে পরিণামে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সংসারে যত কাল জীবন ধারণ করিতে হইবে, অবিরত উন্নতি সাধনের জন্য জীবন লাভ হইয়াছে মনে মনে স্থির জানিয়া, যাহাতে অধ্যয়নে প্রগাঢ় মনঃ সংযোগ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু এরূপ পাঠে মনো-নিবেশ করা আবশ্যক, যাহাতে সবিশেষ উপকার সাধিত হয়। যাহাতে পাঠে মনোনিবেশ হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করা প্রত্যেক ছাত্রেরই কর্ত্তব্য ; যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা পরিণামে বহুল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহার অন্যথাচরণে চিরকাল কষ্টভোগ করিতে হয় ; অধিকন্তু তাহার কোন রূপ অভিসন্ধিই সুসিদ্ধ হয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, যাহাতে অধ্যয়নে হৃদয় আকৃষ্ট হয় এবং অন্য কোন ভাবনা চিন্তা মনে উদয় হইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ; পঠদ্দশায় লেখা পড়া ব্যতীত বিষয় বিশেষে মনোনিবেশ করিলে, অধ্যয়নে তাদৃশ অনুরাগ থাকেনা ; অধিকন্তু কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। প্রগাঢ়চিত্তে কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইলে, অন্য বিধ ভাবনা চিন্তায় অভিভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ

করিতেছি :—পরীক্ষার অনতিপূর্ব্বে জনৈক ছাত্র দিবা-ভাগের বহুক্ষণ পাঠাধ্যয়নে যাপন করিত, ঘটনাক্রমে একদিবস তাহাকে মাতামহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন হেতু গঙ্গায় স্নান করিতে হয় ; কিন্তু তৎকালে পাঠে তাহার এরূপ মনো-নিবেশ হইয়াছিল যে, প্রায় এক পোয়া পথ অন্তরে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াও, গাত্রের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাহাকে যে স্নান করিতে হইবে, সে কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি সমেত গঙ্গাগর্ভে উপস্থিত হইয়াছিল ; অবশেষে পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর অগাধ জলরাশি দর্শনে তাহার চৈতন্য সঞ্চার হয়। বিষয় চিন্তায় এরূপ তন্ময় ভাবে নিযুক্ত হইতে হইবে বলিয়া এ কথার উত্থাপন করা হইল না, তবে কোন বিষয়ে এরূপ অধ্যবসায় ও অনুরাগ সহ নিযুক্ত হইলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সফলতা লাভের সম্ভাবনা আছে জানিয়াই, এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এক কথা এই যে, ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তির বশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে উন্নতি লাভ দুঃসাধ্য হয়। যে ব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিতে অক্ষম, তাহার দ্বারা প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য কার্য্য যথাযথ সম্পাদিত হয় না। ইন্দ্রিয় দমনে যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াছেন, ইহ জগতে তাঁহারই খ্যাতি কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন বালক শ্লেটে সমষ্টির অঙ্কপাত করিয়া যোগ দিবার সময়ে হাতের অঙ্ক ভুলিয়া মহা গোলযোগে পতিত হয় এবং এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও অবশেষে বিরক্তি সহকারে সমস্ত অঙ্কটী মুছিয়া ফেলে ; অমনোযোগই এরূপ ভ্রমের মূল কারণ। হয়ত অঙ্কপাত করিতেছে, এমন সময়ে কোন নূতন ভাবনা

তাহার মনে উদয় হইল, অথবা দৃষ্টিপথে কোন নূতন সামগ্রী পতিত হইল; এইরূপে তাহার গণনার পক্ষে গোল বাধিয়া থাকে। এই রূপ কোন একটী নূতন ভাষা শিক্ষার সময়ে, তাহার কথা বা পদ গুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, অন্ততঃ দশ বার বার কথাটী অভ্যাস করিয়াও, হয়ত স্মৃতিপথে আসে না। আমরা যেরূপ নাম কখন শুনি নাই, সেরূপ নামও স্মরণ করিয়া রাখিতে বিষম গোলযোগে পতিত হই। যেহেতু নামের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

অনেক ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা এক স্থানে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে করিতে অন্য স্থানে যাইয়া পড়িতে বসে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর তাহাদের সে স্থান মনোরম বোধ হয় না; পুনরায় বিরক্তি সহকারে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপনীত হয়। বিচঞ্চল চিত্তের গতি প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাহাদের এরূপ প্রয়াস নিতান্ত অমূলক, অধিকন্তু এইরূপে অভিপ্রায়ানুযায়িক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া পরিণামে তাহারা চিত্ত সংযমে অক্ষম হইয়া পড়ে। আপনার মন আপনার কাছে, আপনার পাঠাগারে স্থির হইয়া বসিয়া বিশেষ মনোযোগ সহ নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে সংযত হইলে, পাঠ যতই কেন দুরূহ ও গুরুতর বিবেচিত হউক না, সময়ে তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে; একবার তন্ময় চিত্তে কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, দ্বিতীয় বারে আর তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; দিনে দিনে আপনা হইতেই কার্য্যে মনোযোগ হইয়া থাকে। ধৈর্য্যের সহিত মনোযোগের সংস্পর্শ আছে, উভয়ের যোগাযোগ ব্যতীত হৃদয় শিক্ষিত হয় না। ধৈর্য্য সহ শ্রম এবং তত্ত্বানুসন্ধান অধ্যয়নের পক্ষে কেবল

মাত্র যে ফলদায়ক এরূপ নহে, অধিকন্তু ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরিণামে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। উদ্ধত স্বভাব যুবক বৃন্দ সময়ে সময়ে কোন এক নূতন কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইয়া অতুল বিক্রম ও অনুরাগ সহ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, কিন্তু কার্য্যকালে পুনঃ পুনঃ পরাঙ্মুখ হইবার যে সম্ভাবনা আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে না, অগত্যা আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পরিণামে হতাশ্বাস হইয়া কার্য্যে ভঙ্গ দেয়। এক কালে বিশেষ উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পরিণামে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে; স্ব কল্পিত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে অপেক্ষাকৃত হীন ভাবাপন্ন বিবেচনা করে; এইরূপ অনেকে সময়ে উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিবে, মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্য কালে সেরূপ ভাবের বিপরীত ভাব দেখাইয়া থাকে এবং দিনে দিনে ভগ্ন মনোরথ ও নিরুৎসাহ হইয়া নীরাশা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া অমূল্য জীবন ধারণও কষ্টকর জ্ঞান করে। এখনও জগতে কত উন্নতমনা প্রতিভাশালী ব্যক্তি সাধারণের অজ্ঞাত ভাবে দিনাতিপাত করিতেছেন! সময়ে যখন তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য লোক-সমাজে ব্যাপ্ত হইবে, অবশ্যই তাঁহারা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিবেন। বীজ অঙ্কুরিত হইবা মাত্রেই বৃক্ষ হইতে ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে না, যাহাতে সুচারুরূপে বৃক্ষের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, রীতিমত জল সেচনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, বৃক্ষের উৎপাদন সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। মহাত্মা ফ্র্যাঙ্কলিন বিশেষ

প্রতিভা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে অনন্ত কালের জন্য দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু একখানি পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়. এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রতিপত্তি লাভ করেন, অবশেষে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এরূপ একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, জনৈক যুবা পুরুষ একটী হৃষ্ট পুষ্ট বৃষ লইয়া অবলীলাক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে পারিত, এই অলৌকিক ব্যাপার এক দিবসে কদাচ সমাধা হয় নাই ; প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করায় বৃষের পূর্ণবয়সেও সেই যুবকের পক্ষে ভারবহ অনুমান হয় নাই।

প্রত্যেক ছাত্রেরই যুক্তি সহ স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। আপনার চেষ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সুচারুরূপে শিক্ষিত হয় নাই, তাহাকেই পরের অনুকরণ করিয়া দিনাতিপাত করিতে হয় ; অধিকন্তু অনুকরণ করিতে যাইয়া অনেক সময়ে বিষম গোলযোগ বাধে ; যেহেতু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি যাহার অনুকরণ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার চরিত্রগত বা অন্য কোন দোষের অনুকরণ করিয়া থাকে ; এইরূপে প্রকৃত মঙ্গলজনক বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া দোষের ভাগ বৃদ্ধি হয়। নিজের বুদ্ধি শক্তির পরিচালনা দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়. তাহার সদৃশ ইহ জগতে শুভপ্রদ আর কিছুই নাই ; অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তি কদাচ ইহ সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারে না ; চরিত্রের উন্নতি এবং প্রণালী অনুসারে কার্য্য সাধনই কর্ত্তব্য। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, অনুকরণ

করিয়া কদাচ কেহ শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ততা লাভ করিতে পারে না ; পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, অবশ্যই সময়ে তাহা পূর্ণ হইবে। লেখা পড়া শিখিয়া বিচারের ক্ষমতা জন্মে, ভাল মন্দ নির্ব্বাচন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সমধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা হিতাহিত বিচার ব্যতিরেকে অবিরত পরিশ্রম সহকারে পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকিয়াও পরিণামে অভীষ্ট বিষয় কিছুই লাভ করিতে পারে না। উৎকর্ষণ ও চালনা দ্বারা মনের যেরূপ উন্নতি হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। চিত্তের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যম সহকারে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অনেকে মঙ্গলজনক বিবেচনা করেন না ; কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, যেহেতু বিষয় বিশেষে মনকে যতই সংযুক্ত করা হয়, উত্তরোত্তর ততই উন্নতি হইয়া থাকে। মনের গতি একদিকে ধাবিত হইলে, অন্য পক্ষে গোলযোগ বাধে, এই জন্য এক সময়ে বহুকার্য্যে নিযুক্ত হইলে কোন কার্য্যই সুচারু রূপে সম্পাদিত হয় না, অধিকন্তু অনর্থক পরিশ্রম করিয়া কিছুই ফল দর্শে না। পরিণামে কিরূপ প্রণালী অনুসারে সাংসারিক কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তদনুযায়িক উদ্যোগের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত রাখিতে প্রত্যেক ছাত্রেরই শিক্ষার প্রয়োজন, যদি বিষয় বিশেষে সংযত থাকিয়া ভবিষ্যের জন্য প্রস্তুত না হওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষা দীক্ষার উপকারিতার আবশ্যক কি ? অবিরত চিত্তকে বিষয় বিশেষে সংযত রাখিয়া উৎকর্ষণ সাধন হয় না; স্বেচ্ছামত হৃদয়কে যখন যে কোন কার্য্যে অনুরক্ত করা হয়, তৎকালেই উপকার দর্শিয়া থাকে।

লোকের প্রকৃতি কিরূপ, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শিক্ষার প্রয়োজন। অনেকের মনে মনে এরূপ সংস্কার আছে যে, যে ব্যক্তি যত অধিক লোকের সহিত সামাজিক বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন,তিনিই লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে যে ব্যক্তি লোকের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত ব্যক্তির মতভেদ জনিত কষ্ট তাদৃশ অনুভব করিতে হয় না। যে ব্যক্তি বিবিধ পুস্তক পাঠে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, লোকের স্বভাব চরিত্র জানিবার জন্য তাঁহাকেও বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না. যেহেতু পুস্তক পাঠে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের স্বভাব চরিত্র সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারা যায়; এইরূপে সাংসারিক লোকের ভাব ভক্তি অনুমান হইয়া থাকে। দিবা রাত্রি পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলে স্মরণ শক্তির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়; স্মৃতির ক্ষমতা হ্রাস হইলে লোকের উন্নতির পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটে, যেহেতু লোকের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া শুনিয়াই নিজের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তির তাদৃশ মেধা শক্তি নাই, তাহার পক্ষে আবশ্যকীয় বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

হৃদয়কে সকল বিষয়ে দীক্ষিত করিবার জন্য বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ অধ্যয়নের দ্বারা সাধিত হয়। এক কালে অধিক পরিমাণে জ্ঞান লাভ হয় না, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোন্নতি হইয়া থাকে। একবার জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাহা আর হৃদয়ক্ষেত্র

হইতে বিদূরীত হইবার নহে, অধিকন্তু দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জ্ঞানলাভে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়।

স্বদেশে উপযুক্ত বিদ্যালয় না থাকায়, অনেক ছাত্র বিদেশে যাইয়া পাঠাভ্যাসে সংযত হয়; বালকের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অধিকন্তু যতক্ষণ না তাহার মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আপনার ভাল মন্দ বিচার শক্তি কিঞ্চিন্মমাত্র অনুভব করিতে পারে না; এরূপ অবস্থায় পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালাভার্থ বিদেশে দিন যাপন সময় ক্রমে তাহাদের বিষম কষ্টজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হয়ত এক সময়ে বাটীর পরিবারবর্গের কোন সমাচার না পাইয়া তাহার মন এরূপ বিচলিত হইল যে, লেখা পড়ায় কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিল না; এমন কি, হয়ত কখনবা জন্মভূমির মনোরম শোভার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার চিত্ত এককালে এরূপ বিচলিত হইল যে, পুনঃ পুনঃ প্রকৃতস্থ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, অথচ কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না; এইরূপ আমরা বিদেশস্থ ছাত্রদিগের সময়ে সময়ে বিষম বিড়ম্বনা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছাত্রাবস্থায় বালকের সাংসারিক ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকে না; বয়োপ্রাপ্তিসহ কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, সমাজে গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত হইবে, সেই সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য দ্বারা যে জ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে, ছাত্রাবস্থায় শিক্ষা গুণে সেই জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অধিকন্তু সাংসারিক বিষয়ে মন একবারমাত্র সংযত হইলে, তাহার সুখ সচ্ছন্দতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় যাহাতে বাল্যকালে

জ্ঞান লাভ হয়, তৎপ্রতি সকল বালকেরই সমধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তরুণ বয়সে হৃদয় কোমল ভাবে পূর্ণ থাকে, সে সময়ে কোন বিষয়ের সদ্‌যুক্তি যেরূপ আগ্রহ সহকারে উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা, তৎপরে সেরূপ হওয়া সাতিশয় দুর্ঘট হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি শিক্ষার সময় অবহেলায় যাপন না করিয়া পরমানন্দে উৎসাহ সহ বিদ্যাধ্যয়নে যাপন করিয়াছে; অবশ্যই বিবেক বুদ্ধিতে সে ব্যক্তি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিপরীতাচরণে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়। আমরা ইহ সংসারে যত কাল জীবিত থাকি, সমগ্র জীবনই শিক্ষায় অতিবাহিত হইতে পারে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহ সংসারের ভাবনা চিন্তা স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া থকে, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া সকলের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না; দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাধ্যয়নের সময়ে যাহারা তাদৃশ মনোযোগী হয় নাই, তাহারা আজীবন কষ্টভোগ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং শিক্ষার সময় অবহেলায় ক্ষেপণ করিয়াছে জানিয়া মর্ম্মাহত হইয়া থাকে। অধিকন্তু জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত বিদ্যাধ্যয়নের সময় তুলনা করিলে, অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহ সংসারে আমাদের অতি অল্পকাল মাত্র পাঠাভ্যাসে যাপিত হইয়া থাকে; অতএব প্রত্যেক বালকেরই শিক্ষার সময় সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; নতুবা আজীবন পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইবে।

দরিদ্র-রঞ্জন।

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

এ পত্রিকার উদ্দেশ্য কি, পাঠকবর্গ এক প্রকার বিদিত আছেন। যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি, ততই আমাদের মনের ভাব—লোকের হৃদয়ঙ্গম যাহাতে উত্তমরূপে হয়, তাহার ইচ্ছা বলবতী হইতেছে; কারণ লোকসমাজের সহানুভূতি ভিন্ন আমাদের কার্য্যানুষ্ঠানের সফলতা—সে কেবল দুরাশা মাত্র!

অদ্যকার দিনে সাহিত্য-সমাজে যেরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে দুইটি ভাবের যুগপৎ আবির্ভাব সহজ সিদ্ধ। প্রথমে—আশঙ্কা, দ্বিতীয়ে—ঘৃণা। আশঙ্কা—বিজ্ঞাপন পাঠে যাহার উপলব্ধি, তাহা লভ্য—সত্য—কি না। ঘৃণা—যদিও লভ্য সত্য হয়, তবে পাঠের যোগ্য কি না?

এ আশঙ্কা বা ঘৃণা যাঁহাদের হইতে, তাঁহাদের উপর আমাদের কোন কথা নাই। পাঠক মহাশয়দের যেরূপ তাঁহাদের উপর চক্ষু, আমাদেরও তেমনি; কারণ একে কোন কার্য্য হয় না। যদি পাঠক মহাশয়েরা তাঁহাদের সহজে অব্যাহতি না দেন, তাহা হইলে আমরাও পাঠক মহাশয়দের সহিত যোগ দিতে পারি, কারণ তাহা হইলে আমাদের ক্রিয়া সতঃই প্রকাশ পায়, আমরাও লোকের সন্দেহ হইতে সহজে বিমুক্ত হইতে পারি।

বঙ্গে ধনী দরিদ্র উভয়েরই বাস, অদ্যকার দিনে যেরূপ আয় ব্যয়ের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, তাহাতে সেই ভাবে সাহি-

ত্যের উন্নতি পন্থা না দেখিলে, সাধারণে সম্মুখীন হইতে পারেন না, এ বিধানে আমরা এত স্বল্পমূল্যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি যে, সাধারণে সহজেই মাতৃভাষার উপর একটু সস্নেহ দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন।

যে পুস্তকখানি নগদ মূল্যে এক টাকা দিয়া লইতে হয়, আমরা গ্রাহক বর্গকে তাহা ॥০ আট আনা হিসাবে দিতে পারিব, ইহাতে কেহ মনে করিবেন না—আমরা যাহা তাহা ছাপাইয়া পাঠক বর্গকে প্রতারিত করিতে এ সততার বিজ্ঞাপনে বহু রূপ ধরিতেছি। যদি কাহারও এরূপ সন্দেহ হয়, তিনি দরিদ্র-রঞ্জন দুই এক খণ্ড দেখিয়া তাহার পর গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন, তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমাদের হস্ত হইতে যাহাই বাহির হইবে, তাহাই দিব্য ভোগ্য, তবে যত দূর চেষ্টা—তাহাতে ত্রুটি হইবে না।

সময়ে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মনে ছিল, এবার এক খানি সুন্দর উপন্যাস পাঠক বর্গকে সন্তোষ করিবে, কিন্তু তাহা আজও যন্ত্রালয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইল না; কারণ সে খানি এ দুই খণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র নহে, তাহার আশা করিলে, দ্বিতীয় খণ্ডের সময় বহির্ভূত হয় ও পাঠকের মনে সন্দেহ হইতেও পারে, এ আশঙ্কায় অগত্যা এখানি পাঠকবর্গের গোচর করিতে হইল, নচেৎ সন্তোষের সহিত নহে। আশা করি বা নিশ্চয় আগামী বারে উক্ত উপন্যাস খানি পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিবে।

কিন্তু একটি ভিক্ষা আছে—অগ্রহায়ণ মাসের খণ্ড অগ্রহায়ণেই পাঠান হইতেছে, কিন্তু পৌষের খণ্ড পৌষে দিতে হইলে আমরা বড়ই কাতর হইব, কারণ সেখানি ২২৫ পৃষ্ঠা বা ততোধিক হওয়ায়, আমরা ১০।১৫ দিন বিলম্ব ভিক্ষা করি, অর্থাৎ মাঘের ২০ দিনের মধ্যে পাঠক পাইতে বঞ্চিত হইবেন না; তাহাতে পাঠকের ও নিতান্ত অসুবিধা নহে, কারণ তাঁহাদের দুই তিন মাসের প্রাপ্ত দ্রব্য এক মাসেই—পূর্ব্বাহ্নে পাইবেন। এইরূপ যে গুলি ক্ষুদ্র, সে গুলি এক মাসেই সম্পূর্ণ অবস্থায়; যে গুলি বৃহৎ এক বা ততোধিকে তাহা পরিপূরণ করা স্থির—পাঠকবর্গকে সম্পূর্ণ অবস্থাতেই দিব, যদি ইহাও পাঠকবর্গের সম্মত না হয়, তবে খণ্ডে খণ্ডে দিতে আমাদের আপত্তি নাই।

বৎসরে এক টাকা আমাদের প্রাপ্য; রাজ সংস্করণের নিমিত্ত ১॥০ দেড় টাকা, কিন্তু ঐ মূল্যে ডাক মাসুলাদি দিয়া যাহা থাকে, তাহা অত্যল্পই, তাহাতে আমাদের উপর স্নেহ-দৃষ্টি না রাখিলে—আমাদের উৎসাহিত না করিলে, সাধারণের আমাদের প্রতি বড়ই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়; আশা করি, সে নিষ্ঠুরতা আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।

পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক, তাঁহাদের বাৎসরিক দেয়, কি লাভ করিবে। ফর্ম্মা হিসাবে ৫০ পঞ্চাশ ফর্ম্মার নানা বিষয়ের অবতরণা দেখিতে পাইবেন, কেবলমাত্র যে উপন্যাসই আমাদের দেয়—তাহা নহে; বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি, কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদি সকলকেই সাহিত্য বলা যায়। সে জন্য বিজ্ঞাপনে সাহিত্য পত্রিকাই নাম করণে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সমালোচনা।

নীতিপথ দীপিকা। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এখানি উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য নীতি-পথের অর্থ পুস্তক। কালীকৃষ্ণ বাবু প্রণীত কথাটী ব্যবহার না করিয়া, সঙ্কলিত করিলেই যথেষ্ঠ হইত। যেহেতু সাধারণতঃ অর্থ-পুস্তক বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই অর্থপুস্তক খানির সংগ্রহ কার্য্য মন্দ হয় নাই।

সুধাকর। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র; জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা যথাক্রমে ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুধাকর পাঠে আমরা যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইলাম, কাগজ খানির লেখা ও মুদ্রাঙ্কণাদি সমুদায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। মুসলমান সমিতির দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছে, ইতি মধ্যেই কয়েক জন গণ্য মান্য মুসলমান ইহার উন্নতির জন্য সযত্ন হইয়াছেন। আজ কাল অনেক বাঙ্গালির মাতৃভাষায় তাদৃশ যত্ন নাই, কিন্তু জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বঙ্গভাষার অনুশীলনে এরূপ অধ্যবসায় সহকারে সচেষ্টিত হইয়াছেন, অবশ্যই ইহা সাতিশয় গৌরবের কথা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সুধাকরের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ষ্টার থিয়েটার। উক্ত থিয়েটারের সংস্থাপন দিবসে দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সে সময়েও আমরা অভিনয় দেখিয়াছিলাম; সেখানেও বঙ্গের নটকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ দক্ষতার সহিত দক্ষ চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটার কোম্পানীর নূতন রঙ্গমঞ্চে উক্ত নাটকের

অভিনয় হইতেছে, এবারেও গিরিশ বাবু দক্ষের চরিত্র অভিনয় করিয়াছেন; আমরা তাঁহার অভিনয় দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হই-লাম। দক্ষযজ্ঞের অভিনয় প্রকৃতই হৃদয়গ্রাহী; মহাদেব, নন্দী, ভৃঙ্গি, প্রসূতি, সতী প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় দর্শকবৃন্দের চিত্তা-কর্ষণ করিয়াছে। বহুবার অভিনীত পুরাতন নাটক হইলেও অভি-নেতা ও অভিনেত্রিগণের গুণে নূতন ভাবে বিকাশ পাইতেছে। দশমহাবিদ্যার অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি।

বঙ্গরঙ্গভূমি। গত শনিবার আমরা বঙ্গরঙ্গভূমিতে শকুন্তলা নাট্য-গীতিকার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এক সময়ে উক্ত রঙ্গালয়ে মহাসমারোহে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সময়-স্রোতে সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের লেখনী প্রসূত অপূর্ব্ব নাটক, এরূপ বিস্তৃত বিবরণ সংক্ষেপে নাট্য-গীতিতে পরিণত করণ গ্রন্থ-কারের সমধিক গৌরবের কথা। উক্ত থিয়েটার কোম্পানী এই নাট্য-গীতিকার অভিনয়ে সাধারণ সমীপে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেছেন। গীতিনাট্যের উপাদান—বিশুদ্ধ সুরলয় সম্বলিত সঙ্গীত, নয়ন-প্রীতিকর মনোহর দৃশ্যপটাবলী এবং সুদৃশ্য পরিচ্ছদাদি। উপস্থিত অভিনয়ে উক্ত ত্রিবিধ আয়োজনের প্রতি কোম্পানীর লক্ষ্য আছে, অভিনয়ও সর্ব্বজন প্রীতিকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃতই অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। অপ্সর কাননে অপ্সরাগণের আবির্ভাব, এই অলৌকিক দৃশ্যটী এখনও স্মৃতিপথে জাগরিত রহিয়াছে। আমরা এক খানি শকুন্তলা পুস্ত-কও উপহার পাইয়াছি। এই গীতিনাট্য শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত। কুঞ্জ বাবু গীতিনাট্য লিখিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছেন, এখানিতেও তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিবে। এই পুস্তক খানি বিশেষ যত্ন সহকারে বিরচিত এবং গীতগুলি সুমধুর হইয়াছে,আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম।

মরকত রঙ্গভূমি। বিগত ৯ই শনিবার উক্ত রঙ্গালয়ে মায়াতরু ও বিষাদের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। মায়াতরুর অভিনয়াপেক্ষা দৃশ্যপটগুলি অতি সুন্দর। 'বিষাদ' বিখ্যাত নাটকরচয়িতা বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। পূর্ব্বে ইহার যেরূপ সুন্দর অভিনয় দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম, সে দিন সেরূপ দেখিলাম না। অভিনয়ে পুস্তক খানির ভাব আদৌ পরিস্ফুট হয় নাই। বিষাদের অভিনয়ে যেরূপ দোষ লক্ষিত হইল, এরূপ যদি ভবিষ্যতে থাকে, তাহা হইলে এ পুস্তক অভিনীত না হওয়াই ভাল। যে স্থানে পতির জীবন রক্ষা—যে পতির সুখসম্পাদনার্থে বিষাদ বেশ্যার দাস, সেই পতির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া বিষাদ প্রাণ হারাইল, সেস্থানে বিষাদের অভিনয়ে আমরা পূর্ব্বে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই—কিন্তু এক্ষণে অভিনয়দোষে আদৌ চিত্ত বিচলিত হয় নাই। অলর্কের অভিনয় গত রাত্রের পূর্ব্বে আরো সুন্দর দেখিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতেও দেখিব, এরূপ আশা আছে। উজ্জ্বলা স্বভাবতঃ উজ্জ্বলা, অভিনয়ও উজ্জ্বলরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সোহাগীর অভিনয় স্বাভাবিক। মাধব ও মন্ত্রীর অংশ অতি নিপুণ হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল।

———

সকোর্টিনা রেস

পুরুষত্ব-হানির মহৌষধ।

আমেরিকা হইতে আনীত ও নূতন আবিষ্কৃত।

মূল্য ৫৲ প্যাকিং ।০

এই ঔষধে সকল প্রকার, **ধ্বজভঙ্গ, শুক্রক্ষয়,** ও **শুক্র-পাত-জনিত মাথাধরা, দৌর্ব্বল্য** আরোগ্য হয়। ইহা ধারণশক্তি-বৃদ্ধির একটি অমোঘ ঔষধ। সকলের বিশ্বাস মেহ, স্বপ্নদোষ, সপূজ ধাতু নির্গমন, খড়িগোলার মত সাদা প্রস্রাব কিছুতেই আরোগ্য হয় না; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শুক্রের তরলতা দূর হইয়া গাঢ় হওয়ায় ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। আমরা এই ঔষধ আনাইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; সকলেই ফল লাভ করিয়াছেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মেহ আরোগ্য হয়। ১৫দিনের মধ্যে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। ইহাতে পারা বা অন্য কোন হানিকর পদার্থ নাই। ২০দিনের ঔষধ প্রতি শিশি মূল্য ৫৲পাঁচ টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ চারি আনা। সাবধান! ভয়ানক অনুকরণ,সাবধান! এই ঔষধের অসীম উপকারিতা ও বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া কতিপয় প্যাটেণ্টওয়ালা এই ঔষধের নকল আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রেতাগণ! সাবধান! আদত আমেরিকা হইতে আনীত প্রসিদ্ধ "পুরুষত্ব হানির মহৌষধ" কেবল ৩৯নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা, কলিকাতা,ভারতবর্ষের একমাত্র এজেণ্ট এ, সি, মুখর্জ্জি কোম্পানির নিকট পাওয়া যায়। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত

রাধামতি।

সাংসারিক উপন্যাস।

কতকগুলি সামাজিক চিত্রের অবিকল অনুলিপি। সুচারুরূপে মুদ্রি
তিন শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, সুচারু বাঁধাই ২৲ দুই টাক

গীতিনাট্যাবলী।

এই গীতিনাট্যাবলীতে একত্রে দশ খণ্ড গীতিনাট্য আছে, যথ
ঊষাহরণ, আগমনী-বিজয়া, প্রণয়-পারিজাত, মায়াবতী, কমলে-কামিনী
মেঘেতে বিজলী, হরবিলাপ, বকিণদুহিতা, নববাসর ও আশালত
উৎকৃষ্ট কাগজে সুচারুরূপে মুদ্রিত, তিনশত বার পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য ১॥
দেড় টাকা, (সুচারু বাঁধাই) ২, দুই টাকা।

দুইখানি পুস্তক একত্রে লইলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র।

১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।

মল্লিক ব্রাদার্স।

সুপ্রসিদ্ধ পরিচ্ছদ বিক্রেতা।

৭৭ নং যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

এই দোকানে শীতের সকল প্রকার তৈয়ারি পরিচ্ছদ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

যোগেশ ১৲, টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি ।০, বিজ্ঞানবাবু ।০, বাসন্তী ৶০
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ১৲, জয়দ্রথবধ ৮০। শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায়,
৬৭ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

বিষাদ (মরকত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত) মূল্য ১৲ টাকা।
গাধা ও তুমি (প্রহসন) মূল্য ৶০। শ্রীমতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
১৮ নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভ মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

দরিদ্র-রঞ্জন।

"সতী-মঙ্গল" ও
"টাকার খেলা।"

২য় ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা] [১৩০১, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

কাতা ১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, "দরিদ্র-রঞ্জন" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২৬৮/২

সতী-মঙ্গল।

অনন্তপুরে চন্দ্রমাধব রায়ের নিবাস। অর্দ্ধেন্দু ও পূর্ণেন্দু নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া চন্দ্রমাধব মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাদৃশ সম্পত্তিশালী না হইলেও রায় মহাশয় জীবদ্দশা[illegible]য়ের বাসোপযোগী দুইখানি স্বতন্ত্র ভদ্রাসন রাখিয়া গিয়াছিলেন [illegible] তাঁহার অবর্ত্তমানে, সহোদরদ্বয় পৃথক পৃথক বাটীতে বাস করি[illegible]লাগিলেন। উভয়েই বিজ্ঞ ও সুধীর, অধিকন্তু বুদ্ধি বিচক্ষণতায় দুই জনেই এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিলেন যে, অনন্তপুরাধিপতি গোবিন্দ প্রসাদ জ্যেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুকে বিচারক ও কনিষ্ঠকে ব্যবস্থাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। উভয়েই ধার্ম্মিক, উদ্যোগী ও কার্য্যক্ষম; এইজন্য তাঁহাদের মান সম্ভ্রম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কার্য্যসূত্রে রাজদরবারে জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠাপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উভয়েই ধার্ম্মিক; কার্য্যে অবসর পাইলেই কনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, এইজন্য পূর্ণেন্দুর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জ্যেষ্ঠাপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে।

যথাকালে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, অদ্যাপি কাহারও সন্তান সন্ততি হয় নাই। একদিবস রাজা পূর্ণেন্দুকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া পূর্ণেন্দু তদ্দণ্ডে প্রস্থানের উদ্যোগী হইলেন, তাঁহার একমাত্র গুণবতী পরম সুন্দরী ভার্য্যা ব্যতীত গৃহে আর কেহই ছিল না। বিদেশে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইতে পারে, এইজন্য ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণের একটা বন্দোবস্ত না করিয়া প্রবাস গমন অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্বীয় ভ্রাতার নিকট গমন করিলেন। দুই ভ্রাতায় বিশেষ সদ্ভাব ছিল, একের ব্যথায় অন্যে ব্যথিত হইতেন; এজন্য তিনি অর্দ্ধেন্দুর নিকটে কথাচ্ছলে বিদেশ যাত্রার কথা উত্থাপন করিলেন এবং যতদিন না তিনি ভূপতির আদেশ পালন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, তদবধি তাঁহার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণেব ভার জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে জ্যেষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইলেন। ইহাতে কনিষ্ঠ নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে আসিয়া পূর্ণেন্দু স্বীয় ভার্য্যার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলেন ও তাঁহার নিকট সপ্রেম বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কনিষ্ঠের কথামত জ্যেষ্ঠ প্রতিদিন কনিষ্ঠের বাটীতে আসিয়া ভ্রাতৃ-

জায়ার সবিশেষ তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। এইরূপ চারি পাঁচ দিবস কাটিয়া যাইলে পত্রোত্তরে অর্দ্ধেন্দু জানিতে পারিল যে, কনিষ্ঠের গৃহে ফিরিবার এখনও দশ বার দিবস বিলম্ব আছে। পূর্ণেন্দুর স্ত্রীর নাম—লীলাবতী, লীলাবতী—যুবতী, তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। দৈবক্রমে একদিন ভ্রাতৃজায়ার অর্দ্ধেন্দু সাক্ষাৎ পাইল। অর্দ্ধেন্দু ভ্রাতৃজায়ার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। পাপমতি যতই সেই মনোমোহিনীর প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল, উত্তরোত্তর ততই তাহার হৃদয় মন মোহিত ও ব্যথিত হইল; কামান্ধ লোক স্বভাবতঃ এইরূপ অবস্থায় এককালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়ে, অভাগা জ্যেষ্ঠের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল; মূঢ় অর্দ্ধেন্দু ভ্রাতৃজায়ার প্রতি মনে মনে আসক্ত হইয়া যে কোন উপায়ে হউক সেই রমণীর প্রণয়-পীযূষ পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল; অভাগা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না, পাপ-স্রোতে অবাধে গা ঢালিয়া দিল।

মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাস; ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে, হিতাহিত সকল শক্তিরই লোপ হইয়া থাকে! দুর্ব্বুদ্ধি বিচারপতি কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পর দিবস অসঙ্কুচিত চিত্তে ভ্রাতৃজায়া সমীপে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিল। পতিপ্রাণা লীলাবতী পিতৃস্থানীয় ভাশুরের ঈদৃশ কলুষাচরণের পরিচয় পাইয়া লজ্জায়, ক্রোধে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ধিক্, নরাধম! কুল-কলঙ্ক, স্থির জানিও—তোর উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না; ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিব—তথাচ তোর মত নীচ প্রকৃতিকে আত্মসমর্পণ করিব না! স্বামী ঈশ্বর, স্বামীই আমার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা—তিনিই আমার এই দেহের একমাত্র অধিকারী; পাপমতি! এই দণ্ডেই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আমি তোর মুখ দেখিতেও চাই না! তোর ছায়ায় কলঙ্ক স্পর্শে।"

কামান্ধ অর্দ্ধেন্দু ভ্রাতৃজায়ার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে এককালে ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরিণামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহসা কোন কথা না বলিয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া ভ্রাতার বাটী হইতে বহির্গত হইল; কিন্তু ভ্রাতৃবধূর অবমান তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত হইল, তথাচ কামাতুরের কাম পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। পাপমতি লীলাবতীকে প্রণয়িণী ভাবে গ্রহণ আশায় পরদিবস পুনরায় ভ্রাতৃজায়া সমীপে উপস্থিত হইয়া কাতর ও বিনয় নম্রবচনে কত অনুরোধ উপরোধ করিল, কিন্তু তাহাতেও নিষ্ফল জানিয়া অর্দ্ধেন্দু তাঁহাকে বিবিধ কলঙ্কের ও তজ্জনিত শাস্তি ভোগের কথা শুনাইতে লাগিল। সাধ্বীসতী পাপাত্মার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, অধিকন্তু সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত; মরিতে হয়—মরিব, মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীতা নহি। মরণের ভয়ে

জীবন থাকিতে রমণীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্নে, বঞ্চিত হইব না। মূঢ়! তোর মত নরপিশাচ এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই; তুই এখনও আমার সম্মুখে ওপাপকথার উচ্চারণ করিতেছিস্। যদি ধর্ম্মে ভয় থাকে, যদি আপনার মঙ্গল কামনা কর, এই দণ্ডে সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি তোর সংস্পর্শে থাকিতেও ইচ্ছুক নহি।" এতক্ষণে পাপমতি বুঝিল যে, তাহার বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তাহাতে লোক সমাজে এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাহার কলঙ্কের বোঝা বৃদ্ধি হইবে, অগত্যা সতী রমণীর প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হইল। বলবানের হস্তে দুর্ব্বলের পরিত্রাণ নাই। বিচারপতি রাজ্যের একমাত্র শাসন কর্ত্তা। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন জন্যই অধীশ্বর তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; অধিকন্তু এতাবৎ কাল অর্দ্ধেন্দু যে ভাবে বিচার কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। হীনচেতা অর্দ্ধেন্দু উপায়ান্তর বিহীন হইয়া নৃপ সমীপে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রকাশ করিল যে, পূর্ণেন্দুর অবর্ত্তমানে তাহার ভ্রাতৃজায়া কুপথগামিনী হইয়াছেন, সেই কুৎসিত ব্যাপার তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, প্রমাণের কোন আবশ্যকতা নাই। প্রজা পুঞ্জের ইষ্টানিষ্টের ভার রাজেশ্বরের হস্তে ন্যস্ত হইলেও রাজা গোবিন্দপ্রসাদ বিচারকের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এক্ষণে বিচারক মুখে এরূপ কুৎসিৎ ঘটনা শুনিয়া নৃমণি যথাযথ প্রতিবিধান ভার তাহারই হস্তে ন্যস্ত করিলেন। যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইলে—সুবিচারের সম্ভাবনা কোথায়? তৎকালে প্রস্তর নিক্ষেপে অপরাধীর প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অর্দ্ধেন্দুর আদেশ মাত্র ঘাতক মণ্ডলী পতিপ্রাণা সতীকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। এরূপ দুর্ব্বিপাকেও লীলাবতীর মুখে একটীও কথা নাই, অবিলম্বে তাঁহার যে নশ্বর বপু পঞ্চভূতে মিলাইবে, সংসারের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ লোপ হইবে, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; কেবলমাত্র সাধ্বীর নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। লীলাবতীর এই চিন্তা—মরিতে হয় মরিব, কিন্তু এই অন্তিম সময়ে স্বামীর সহিত দেখা হইল না—এই দুঃখই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। তাই সতীর সেই আনন্দ মূর্ত্তি মনে হইয়াছিল।

লীলাবতী প্রশান্ত চিত্তে ঘাতক সহ বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে যুবতীর প্রতি ঘন ঘন প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে প্রস্তর রাশিতে সাধ্বী সতী গ্রথিত হইলেন; রমণীর কোন চিহ্ন মাত্রও রহিল না। সকলে স্থির করিল—লীলাবতী মরিয়াছে, এই ভাবিয়া ঘাতকগণ ও দর্শকবৃন্দ আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। দুর্ব্বলের বল ভগবান! ধর্ম্মপ্রিয়া লীলাবতী একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া দারুণ দুর্ব্বিপাক সত্ত্বেও ধর্ম্মনষ্ট করিলেন না,

মনে মনে বিপদভঞ্জনের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন; এদিকে ভক্তপ্রাণ ভগবানের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, ঘাতকগণের পুনঃ পুনঃ প্রস্তর বর্ষণে পতিপ্রাণার বিশুদ্ধ শরীরে বিন্দুমাত্র ব্যথাও লাগিল না। তিনি দয়াময় দীননাথের অনুকম্পায় অক্ষত শরীরে ঘাতকগণের পীড়ন সহ্য করিলেন। পরে একে একে প্রস্তর সমূহ সরাইয়া তথায় কিঞ্চিৎকাল উপবেশন করিলেন, কিন্তু পাছে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। গৃহে প্রত্যাগমনের প্রবৃত্তি না হওয়ায়, সতী জনপদ ও লোকালয় একে একে পরিত্যাগ করিয়া গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুগণ তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে পারে, তৎপ্রতি লীলাবতীর লক্ষ্য নাই! সতীর চক্ষে বন্যপশু অপেক্ষা নরপিশাচ ভীষণতর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাই বন্যজন্তুর ভয়ে সাধ্বী ভীতা হইলেন না।

অভাগিনী বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। লোকালয় ত্যাগ করিয়া রমণী একাকিনী নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—সঙ্গে কেহই নাই। সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে সহসা এক ধ্যানিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লীলাবতী কিয়ৎক্ষণ নিষ্পন্দভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে বর্ষার বারি ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গিল, দেখিলেন— সম্মুখে এক দেবী প্রতিমা, পরিচয়ে যোগীবর লীলাবতীকে অসহায়া জানিয়া নিজ কুটীরে স্থান দিলেন। পূর্ব্বেই তপোধন রমণীকে মাতৃ সম্বোধন করাতে লীলাবতী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহে একমাত্র বালক ও একটী ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই থাকিত না। এক্ষণে যোগীবরের উদারতা দর্শনে লীলাবতী আরও সন্তুষ্টা হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুরোধে সেই পর্ণ কুটীরে অবস্থান করিতেও স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী সংসারে নির্লিপ্ত হইয়াও বালকের মঙ্গল কামনায় সময়ে সময়ে মায়া মোহে বিজড়িত হইতেন; পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য তাঁহার পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছিল, এক্ষণে লীলাবতীকে পাইয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহারই হস্তে বালকের লালন পালন ভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বকার্য্য সাধনে নিবিষ্ট হইবেন।

অনিত্য সংসারে সৌন্দর্য্যই রমণীর সর্ব্বস্ব ধন। রূপরাশিতে বিহ্বল হইয়া লোকে জ্ঞানহারা হইয়া যায়। সকলের দৃষ্টি সমান নহে, কেহ গুণের আদর জানেন, কেহবা রূপে মুগ্ধ হন। কাহারও কটাক্ষপাতে কামিনীর সর্ব্বনাশ হয়, কেহবা অবলার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাপময়

বসুন্ধরায় যতই পাপস্রোত বৃদ্ধি হইতেছে, উত্তরোত্তর রূপবতী রমণীর অনাদর বাড়িতেছে। স্ত্রী কোমল, পুরুষ কঠোর; পুরুষ প্রকৃতির বাদ বিসম্বাদে সাধারণতঃ পুরুষেরই জয় হইয়া থাকে! সমাজে শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতি শক্তিহীনা, ক্ষমতা শূন্যা; ধূর্ত্ত বিচারকের কুহকে পড়িয়া সতী লীলাবতীর লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। সম্ভ্রান্তের ঘরণী হইয়াও তাঁহাকে লোক লজ্জা, সমাজ ভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইয়াছে; কিন্তু পোড়া রূপ তাঁহার এখনও শত্রুর কার্য্য করিতেছে। এ দুর্গম অরণ্যেও সাধ্বীর নিস্তার নাই। যোগীবর তাঁহাকে প্রকৃতই কন্যাভাবে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে সতত তাহার দৃষ্টি, কিন্তু তৎ নিয়োজিত ভৃত্যের হৃদয় প্রভুর মত নির্ম্মল নহে। নীচাশয় যে দিবস মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ মাধুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার পাশববৃত্তি বলবতী হইতেছে। কোন সুযোগে যুবতীকে হস্তগত করিয়া ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। যোগীবরের গৃহে অন্য কোন লোকজনের সমাগম নাই, যুবতী সাধ্যমত সন্ন্যাসীর ও বালকের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; ভৃত্য অন্যান্য কার্য্য করে। কঠোর যোগসাধন ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানেই সন্ন্যাসীর অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, এজন্য সংসারের সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন গহন বনে যাপন করেন; দুষ্টমতি ভৃত্য সন্ন্যাসীর অবর্ত্তমানে নিজ অভিসন্ধি পূরণ মানসে যুবতী সমীপে মনোভাব ব্যক্ত করিল।

সতী দাসের এরূপ অবৈধ বাক্যে মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন, উচ্ছ্বাসে অশ্রুধারায় সিক্তা হইলেও তিনি পাপাত্মার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। লীলাবতী সদর্পে বলিলেন, "পাপমতি! এইদণ্ডে আমার সম্মুখ হইতে দূর হ' তোর মুখ দেখিলে—পাপস্পর্শে। শৃগাল হইয়া সিংহিনীর প্রতি দৃষ্টি? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিব—স্থির জানিস, এপবিত্র অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিতেও তোর সাধ্য নাই।" রমণীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্য তদ্দণ্ডে সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল, ক্ষণকাল তথায় থাকিতে তাহার সাহস হইল না; কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট এরূপ লাঞ্ছিত হইয়া পাপিষ্ঠের অন্তর্জ্জ্বালা উপস্থিত হইল—একদিকে প্রেমতৃষ্ণা, অন্যদিকে বৈরনির্য্যাতন চেষ্টা; দুর্ম্মতি পুনরায় লীলাবতীর শরণাগত হইয়া প্রেমভিক্ষা করিল, কিন্তু তথাপি তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না; অধিকন্তু অধিকতর অবমানিত হইয়া প্রতিশোধের জন্য সে এককালে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িল। বহুদিবসাবধি প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, সন্ন্যাসীরও তাহার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এক্ষণে সেই যোগীবরের আদ-

রের ধন পুত্ররত্নকে নিধন করিয়া সে অবলা সরলাকে অপরাধিনী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে যুক্তি করিল। দুর্জ্জনের দুরভিসন্ধি সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, পাপমতি নিরপরাধী বালকের প্রাণ সংহার করিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রভুর গোচর করিল যে, লীলাবতী বালকটীকে হত্যা করিয়াছে, যুবতীর স্বভাব চরিত্র ভাল নহে। যোগীবর ভৃত্যপ্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রের অপমৃত্যু জন্য যথেষ্ট বিলাপ করিলেন, কিন্তু ভৃত্য বা রমণী কাহাকেও কোন কটু কাটব্য প্রয়োগ করিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত চিত্ত পুত্র নিধনে ক্ষণিক উদ্বেলিত হইয়া পরক্ষণে স্থিরভাব ধারণ করিল।

দুর্ব্বিপাক জনিত যোগীবরের কার্য্যে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না বটে, কিন্তু তিনি বালকটীকে অবলম্বন করিয়া সংসারলিপ্ত ছিলেন, এক্ষণে তাহার অবর্ত্তমানে একে একে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। দুই চারি দিন পরেই তিনি ভৃত্য ও রমণীকে বিদায় দিয়া সংসারের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিলেন। অভাগিনী বিপদ-সমুদ্রে তপোধনের আশ্রমে কুল পাইয়া ছিলেন, এক্ষণে আবার অকূলে ভাসিলেন। যুবতী একমাত্র ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও চিত্ত সংযত রাখিয়া রোদন করিতে করিতে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কোথায় যাইবেন বা যাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির নাই; অথচ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নগর কোটাল অনুচরবর্গ সহ এক ব্যক্তির হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া পশুর ন্যায় নৃশংসভাবে পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, বিপদাপন্নের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সরল হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে লোক পরম্পরায় উক্তব্যক্তির অপরাধ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, দোষী ঋণজালে জড়িত হইয়া প্রথমে উত্তমর্ণের পাওনা অস্বীকার করায়, বিচারকের আদেশ মত এইরূপ দণ্ডিত হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ঋণ শোধ করিবে, তদবধি তাহাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কোমল স্বভাবার কোমল প্রাণে সমধিক দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি গৃহ হইতে বহির্গমন কালে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আসিয়া ছিলেন, পথিমধ্যে তাহার কথঞ্চিৎ মাত্র ব্যয় হইয়াছিল, অবশিষ্ট রমণী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে বিপদাপন্নের প্রয়োজন মত অর্থ দানে তাহাকে উদ্ধার করিলেন।

অকস্মাৎ জনৈক, অপরিচিতা রমণী এরূপ দয়ার্দ্র হইয়া অপরাধীকে যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করিলেন দেখিয়া, সমাগত সকলেই মনে মনে তর্ক বিতর্ক ও সন্দেহ করিতে লাগিলেন; অপরাধী প্রহরীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া উদ্ধারকারিণীর শরণাগত হইল এবং সাধ্যমতে উপকারিণীর প্রত্যুপকারে অঙ্গীকার করিল। তৎপরে উপকারিণী স্থানান্তরে চলিলেন,

উপকৃত তাঁহার অনুগামী হইল। লীলাবতীর অপূর্ব্ব রূপ মাধুরীতে দর্শক মাত্রেই বিমোহিত হয়, তিনি যে পথে যাইতে লাগিলেন, সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল; এইরূপ কিছুদূর যাইয়া দর্শক মণ্ডলীর অদৃশ্য হইলেন ও পরক্ষণেই একটী নির্ম্মল স্রোতস্বতী দেখিতে পাইলেন। যুবতী বহুকালাবধি অবগাহনে স্নান করেন নাই, পরিধেয় বস্ত্রাদিও মলিন হইয়াছে, এক্ষণে জিনিষ পত্রাদি অনুচরের হস্তে দিয়া লীলাবতী নদীগর্ভে অবতীর্ণা হইয়া স্নান করিতে লাগিলেন, উপকৃত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবতীর রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত, যেখানে তিনি স্নান করিতে ছিলেন, তাঁহার দিব্যকান্তি সে স্থানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। এমন সময়ে নদী বক্ষে একখানি বিবিধ পণ্য সামগ্রী পূর্ণ সুবৃহৎ তরণী বাহিয়া যাইতে ছিল, তৎসংলগ্ন দুইখানি ক্ষুদ্র নৌকায় দুইজন মহাজন যাত্রী ছিলেন; যুবতীর অলৌকিক রূপরাশি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে। উভয়ে সচকিত নেত্রে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল; কিঞ্চিৎ দূরে যে ব্যক্তি রমণীর বস্ত্রাদি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ইঙ্গিত পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিল এবং উক্ত মহিলাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায় জানাইল। কৃতঘ্ন পূর্ব্বক্ষণে যে রমণীর একমাত্র অনুগ্রহে প্রাণদান পাইয়াছে, এক্ষণে প্রার্থীদ্বয়ের যৎসামান্য অর্থের প্রলোভনে নিঃশঙ্ক চিত্তে লীলাবতীকে আপনার বাঁদী বলিয়া পরিচয় দিল ও তাহাদের হস্তে সতী রমণীকে সমর্পণ করিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। দুর্ব্বিপাকে রমণীর নেত্রবারি একমাত্র সহায় ও ভরসা। লীলাবতী পুনরায় আপনাকে অভিনব বিপদজালে জড়িত জানিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। লম্পটপ্রকৃতি সওদাগরদ্বয় তাঁহার রূপরাশির প্রশংসা করিতে করিতে অবিলম্বে তথা হইতে সত্বর নৌকা চালাইতে আদেশ করিল। নক্ষত্রবেগে তরণী চালিত হওয়ায় দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ে বহুদূরে আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে সওদাগরদ্বয় উভয়ে লীলাবতীর সম্ভোগ প্রয়াসী হইয়া, দুইজনে বিরোধ বাধিল; অগত্যা যত দিন না তাহাদের কোন স্থির মীমাংসা হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত যুবতীকে উভয়ের নয়নের অন্তরালে পণ্যপূর্ণ তরণীতে রাখা হইল।

পতিপ্রাণার আর্ত্তনাদ বিপদসখা জগৎপাতার কর্ণগোচর না হইবার নহে, দীনের দুঃখ দীননাথের সহ্য হইল না। এদিকে বণিকদ্বয় যুবতীর অধিকার সম্বন্ধে গোলযোগ বাধাইয়াছে; ওদিকে প্রবল প্রভঞ্জন, ঘন ঘন বারিবর্ষণ ও অশনির কড় কড় ঝঞ্ঝাবাতে ভুবন গগন কাঁপিয়া উঠিল। বায়ুসহায়ে স্রোতস্বিনী সলিলে ভীষণ তরঙ্গমালা খেলিতে লাগিল, মূহূর্ত্তমধ্যে ভীম প্রভঞ্জনে সওদাগরদ্বয়ের নৌকা পণ্যপূর্ণ তরণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায়

চলিয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান হইল না ; লীলাবতী পণ্যপূর্ণ নৌকায় ছিলেন, এখনও তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সহসা এরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকে নাবিক, কর্ণধার ও আরোহীগণ কে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান হইল না। ক্ষণবিলম্বে প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল, নদীর ঊর্ম্মিমালা সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইল, কিন্তু একামাত্র রমণী ব্যতীত নৌকার অধিকারী আর কেহই নাই! স্রোতমুখে তরণী ভাসিল ; কোথায় বা কোন দিকে যাইতেছে—তাহার কিছুই স্থির নাই ; নদীর অনুকূলে নৌকার গতি। দেখিতে দেখিতে কত বন উপবন, নগর প্রান্তর জনপদ পার হইয়া চলিল, অবশেষে এক ঘাটে তরণী ঠেকিল।

লীলাময়ের লীলার তুলনা নাই! ধার্ম্মিককে বিপদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া ভক্তপ্রাণ কদাচ নিশ্চেষ্ট নহেন। এদিকে লীলাবতী পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকার অধিকারিণী হইয়া নদীবক্ষে ভাসিতেছেন, ওদিকে মহারাজাধিরাজ বীরসেনের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ং পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত তদীয় অধীন গোবিন্দ প্রসাদকে লইয়া সেই ঘাটে উপস্থিত থাকিবেন ও কোন পণ্যপূর্ণ নৌকা দেখিলেই তাহাতে জনৈক রূপবতী রমণী আরোহী আছেন কিনা, তাহার সন্ধান করিবেন। সম্রাট বীরসেন দৈবাজ্ঞা মত গোবিন্দপ্রসাদকে অনুচরবর্গ সহ তৎসমীপে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রেরণ মাত্রেই অনন্তপুরেশ্বর লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন। বীরসেন তাঁহার সহিত নির্দ্দিষ্ট ঘাটে লীলাবতীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। যথাকালে সতীর নৌকা ঘাটে পৌঁছিলে, সম্রাট সাদর সম্ভাষণে পতিপ্রাণার সমাদর করিলেন। যুবতী তরণী হইতে অবতীর্ণা না হইয়া, অন্তরাল হইতে সম্রাটের যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন যে, তথায় সম্রাট, নৃমণি ও অনন্তপুরের বিচারক, ব্যবস্থাপক, কোটাল ও নগরপাল ব্যতীত আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকেন। তাঁহার অনুরোধ মত বীরসেনের আদেশ প্রচার মাত্রেই অন্যান্য সকলেই সেই স্থান ত্যাগ করিলে, যুবতী অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীর রূপরাশির প্রতি দর্শক মণ্ডলি সকলেই সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল।

ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়—সংসারে চিরদিনের জন্য ঘোষিত হইতেছে, পাপের স্রোত প্রবল বেগে ধাবিত হইলেও একদিন না একদিন তাহার যে গতির হ্রাস হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ভগবানের প্রেমময় রাজ্যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যুগ যুগান্তরে হইয়া আসিতেছে ও হইবে, পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ না থাকিলে ঈশ্বরের পবিত্র নামে কলঙ্ক স্পর্শে! যে ব্যক্তিকে বিপন্ন দেখিয়া যুবতীর কোমল প্রাণে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় তাহাকে ঋণজাল হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন

স্বরূপ অকিঞ্চিৎকর অর্থ গ্রহণে উদ্ধারকারিণীকে বণিকদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতঘ্নের পরিচয় দিয়াছিল। নিঃসহায় রমণী তৎকালে ঈশ্বর সমীপে কতই কাঁদিয়াছিলেন, এ তাবৎকাল পাপমতির ঈদৃশ নিষ্ঠুর আচরণের কিছুমাত্র প্রতিশোধ হয় নাই, আজ সেই মহাপাপী নৃমণির কোতোয়ালপদে নিযুক্ত হইয়া নদীতটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাপাত্মা উপকারিণীর সাক্ষাৎ মাত্রেই চিনিতে পারিয়াছে ; ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতেছে। মূঢ় কোনপ্রকারে সে স্থান হইতে পলাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল ; কিন্তু সে পথে কাঁটা পড়িয়াছে, উপায় নাই।

এদিকে যে ব্যক্তি বনমধ্যে পতিব্রতা কামিনীকে একাকিনী পাইয়া পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল এবং তাহাতে বিফল মনোরথ হওয়ায় যোগীবরের সংসারের একমাত্র অবলম্বন বালকের নিধন সাধন করিয়াছিল ও প্রভু সমীপে উক্ত যুবতীকে বালকহত্যাকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই পাপমতি অনন্তপুরে নগরপাল হইয়াছে। তাহারও কৃতাপরাধের এতাবৎ কাল কোন প্রতিবিধান হয় নাই। রমণীর নৌকা হইতে বহির্গমনকালেই সে ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহারও হৃদয় ভাব কোতোয়ালের মত দাঁড়াইয়াছে। বিচারক ও ব্যবস্থাপকের মনোভাব উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ প্রমুখাৎ লীলাবতীর অসৎচরিত্রের কথা ও রাজদণ্ডানুসারে তাঁহার প্রাণবধ হইয়াছে যথাযথ অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সহধর্ম্মিণীকে জীবিতা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত হর্ষ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। এদিকে বিচারপতি ভাদ্রবধূর রূপে মুগ্ধ হইয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়া প্রযুক্ত সতীনারীর অবমাননা ও লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছে এবং সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহাকে জীবিতা দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি লজ্জা ও ভয়ে এককালে অধোবদন হইয়া রহিলেন।

যুবতী সকলকে সমাগত দেখিয়া একে একে প্রত্যেককে বিগত পাপাচরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীর একান্ত ইচ্ছা—জন সমাজে আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিবেন। যাহাদের লইয়া গোলযোগ, তাহারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সতী যোগীবরের নিকট বিনাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন ; যদিও সন্ন্যাসী তাঁহাকে আদৌ অনাদর করেন নাই, তথাচ তাঁহার সমক্ষে নিরপরাধিনী প্রমাণিতা হইবার জন্য সতী একাগ্রচিত্তে বাসনা করিয়া ছিলেন। অদ্য তাঁহার সেই পরীক্ষার দিনও উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সকলকে যথাযথ বর্ণন করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তপস্বীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় অপরাধী দিগের আত্মপরিচয়ের সূত্রপাতেই যোগীবর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্য-

লোকের সমাগম নিষেধ সত্তেও তপস্বীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করে নাই। বিচারক, ব্যবস্থাপক, নগরপাল ও কোতোয়াল একে একে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্ব স্ব দোষের কথা উল্লেখ করিল, কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে কেহই উক্ত রমণীর নামোল্লেখও করিল না। সম্রাট অপরাধীগণের আত্ম-পরিচয়ে বিরক্ত ও বিস্মিত হইলেন। লীলাবতী সংক্রান্ত কোন কথাই আর কাহারও অবিদিত রহিল না। বীরসেনের ইচ্ছা অপরাধীদিগের এককালে উচ্ছেদ করেন, কিন্তু সতীনারী কাতর কণ্ঠে গললগ্নবাসে একে একে সকলের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। বীরসেন তদ্দণ্ডে সতীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, লীলাবতীর প্রার্থনামত সকলেরই উদ্ধার হইল। যোগীবর এতাবৎ কাল নীরবে একদৃষ্টে সতীনারীর প্রতি চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে "সতী-মাই-কি-জয়" বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

চতুর্দ্দিক কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে পতিব্রতার প্রশংসা করিল। লীলাবতীর পতিজ্ঞান, পতিধ্যান, বিপদের সূত্রপাতেই তিনি পতির প্রেম মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া ছিলেন, সেই চিন্তা হইতেই ঈশ্বর চিন্তায় তিনি সংযত হইয়া অংশ অপেক্ষা পূর্ণের আদর বুঝিয়া ছিলেন, সংসারের মায়া মোহ তাঁহার পক্ষে বিসদৃশ হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া এককালে নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী "মা! মা! কোথা যাস্—আমায় নিয়ে যা!" বলিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। উভয়ে জলনিমগ্ন হইলেন বটে, কিন্তু আর উঠিলেন না।

পূর্ণেন্দু লীলাবতীকে কলঙ্কিনী জানিয়া ছিলেন, কিন্তু সতীর সাক্ষগ্রহণে তাঁহার সে ভাব দূর হইয়া গেল; তিনি গুণবতীর মহিমা বুঝিলেন, মনে মনে আপনাকে ধন্য জানিলেন। ভাবিলেন—জীবনের অবশিষ্টকাল সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল! স্বামীর অনুনয় বিনয় বাক্যেও লীলাবতী আর গৃহাভিমুখী হইলেন না, রমণীর অভিলাষ মত পূর্ণেন্দু পণ্যসামগ্রী পূর্ণ তরণীর অধিকারী হইলেন। অর্দ্ধেন্দু ভ্রাতৃবধূর আকিঞ্চনে জীবনদান পাইয়াও লোকসমাজে কলঙ্ক মুখ আর দেখাইল না, অভাগা আত্মহত্যা করিয়া ইহজগৎ হইতে চির বিদায় লইল। মহাপাতকী নগরপাল ও কোতোয়াল রাজদণ্ডে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে উভয়েই দস্যু হস্তে প্রাণ হারাইল।

সম্পূর্ণ।

টাকার খেলা।

সুধারাম সাংসারিক সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, সাধের সংসার পাতিয়া সচ্ছন্দে দিনযাপনে আর তাঁহার তাদৃশ প্রবৃত্তি নাই, দিনে দিনে জীবনের নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়াছে, বার্দ্ধক্যে পীড়ার কাতরতায় অস্থির হইয়াছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয় স্বজন পরিজন বর্গের প্রতি আর সেরূপ আদর যত্ন, স্নেহ মমতা, সোহাগ ও অনুরাগ নাই। অনিত্য ত্যাগে নিত্যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ত্যজ্য পূজ্যের ব্যবধান বুঝিয়াছেন। একের উপর নির্ভর করিলে অন্যে আর আস্থা থাকে না, বৃদ্ধ সুধারামের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে।

ত্রিলোচন রায় গোলকপুরের গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি প্রযুক্ত জীবদ্দশাতেই নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ত্রিলোচনের দীনতার সূত্রপাতে সুধারামের জন্ম হয়, পুত্র মুখাবলোকনে ত্রিলোচনের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পুনরায় ধন সম্পত্তি লাভে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না না হইলে, লোকের আয়াস যত্নে কোন ফলই দর্শে না! পুত্রের মঙ্গল কামনা চিন্তা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে বিদূরীত হইয়াছিল, যেহেতু তিনি পুত্রের অপ্রাপ্ত বয়সেই করাল কালগ্রাসে পতিত হইয়া ছিলেন।

পিতৃদেবের অবর্ত্তমানে সুধারাম জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন অভিভাবক কেহই ছিলনা; তাহাতে অর্থাভাব। অভাগা সুধারাম অপ্রাপ্ত যৌবনে সংসার ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পিতার জীবদ্দশায় লেখা পড়া করিতে ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে সুযোগ আর হইয়া উঠিল না। তিনি গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয় ভার সঙ্কুলনের উদ্যোগী হইলেন। সংসারে তাঁহার বিধবা গর্ভধারিণী ও কুমারী সহোদরা ব্যতীত আর কেহই ছিল না; তথাচ তিনি দীন অবস্থায় তিনজন মাত্রের ভরণ পোষণ ব্যয় ভারে এককালে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। অধ্যয়নে অনুরাগ সত্তেও পিতার মৃত্যুর পরেই তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্টিত হইতে হইল। একে সহায় সম্পত্তি হীন, তাহাতে তাঁহার তাদৃশ অভিভাবক নাই; অগত্যা তিনি মাতা ও ভগ্নীর গ্রাসাচ্ছাদন কারণ পরের মুখাপেক্ষি হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপা দৃষ্টি হীন হইলে সংসারে সকলেই বিরূপ হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য, সুধারামের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়া ছিল।

অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া সুধারাম সত্বরেই সংসারের সকল ভাবগতি বুঝিতে পারিলেন, পরের গলগ্রহ হইয়া দিন যাপন অপেক্ষা যে মৃত্যু সহস্র-গুণে শ্রেয়ঃ, তাহাতে তাঁহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কিন্তু এরূপ দুঃখ কষ্টেও তিনি অনাথিনী মাতা ও ভগ্নীর মুখের প্রতি তাকাইয়া অতুল সুখ উপভোগ করিতেন, দিনান্তে অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিয়াও সুধা-রামের সুখের সীমা ছিল না; তিনি বাহ্যিক সুখে বঞ্চিত হইয়াও-আভ্য-ন্তরিক আমোদ প্রমোদে মনের সুখে থাকিতেন এবং অভাবপ্রযুক্ত তাঁহার হাস্যবদনে বিষাদের রেখামাত্রও অঙ্কিত হয় নাই। স্বাবলম্বন ইহ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিয়া সুধারাম সোৎসাহে প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে তৎ সাধনে সযত্ন হইয়া ছিলেন। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; সুধারাম কায়মনোবাক্যে সাংসারিক অভাব মোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন, ভগবদিচ্ছা তাঁহার একমাত্র সহায় ও বল, তদ্ব্যতীত অন্য ভরসা আর কিছুমাত্র নাই; তিনি যে কোন উপায়ে হউক, মাতা ও ভগ্নীর লালন পালন কারণ একান্ত অধীর হইলেন, কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার ক্ষণমাত্র ঔদাস্য ছিল না, অন্যের অধীনে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন যে সুবিধাজনক নহে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই অনুভব করিতেছিলেন, এজন্য উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি থাকায় দাসত্বে দিন দিন বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। তিনি যে কোন উপায়ে হউক স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্বাবলম্বন—উন্নতি সাধনের মুখ্য কারণ; সহায় সম্পত্তি হীন সুধারাম তদুপরি একমাত্র ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যথা সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; পরের অধীনে থাকিয়া তিনি কয়েক বৎসর ক্ষেপণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার বিষয় কার্য্যে কথঞ্চিৎ ব্যুৎ-পত্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষি না থাকিয়া নিজ বুদ্ধি পরিচালনায় স্বোপার্জ্জন ও স্বাবলম্বনের প্রতি নির্ভর করিত লালেন।

পতির বিকৃত মতির সঙ্গে সঙ্গেই সুধারাম-জননী সাংসারিক সকল সুখসচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হই-য়াও স্বামীর দ্যূত ক্রীড়াপ্রযুক্ত এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়েন, তথাচ পতি-প্রাণা পতির মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষণমাত্র বিচলিতা হন নাই। কিন্তু ত্রিলোচনের অবর্ত্তমানে তাঁহার সকল আশা ভরসা এককালে ঘুচিয়া গেল, অনাথিনী অভাব জনিত দুঃখ কষ্ট যথেষ্ট অনুভব করিলেন। কিন্তু এরূপ দীন ভাবাপন্না হইয়াও পুত্রের মুখারবিন্দ দর্শনে তিনি হৃদয়ের প্রীতি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুধারামের মাতৃভক্তি অতুলনীয়, তিনি বাল্য কালাবধি মাতার অবাধ্য হইয়া কদাচ কোন কার্য্যই করেন

নাই, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সফলতা লাভ করিতেছেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, মাতা জগতের পরমারাধ্যা দেবী, জননীর আদেশ ও উপদেশ বাক্যে অবহেলা করিলে পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এজন্য তিনি প্রতি কার্য্যেই মাতার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কদাচ কোন বিষয় মনোমধ্যে কল্পনাও করি-তেন না। অনাথিনী ধন সম্পত্তি ও স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইয়াও সুকুমারমতি সুধারামের গর্ভধারিণী হওয়ায় যথেষ্ট সুখী হইয়াছিলেন।

মাতা যেরূপ পুত্র বৎসল; পুত্রও তেমনই মাতৃগত প্রাণ; সংসারে উভয়ে উভয়ের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ মমতায়, শ্রদ্ধা ভক্তিতে বিজড়িত; সে ভাবের ভাবান্তর নাই। মাতার নয়নমণি সুধারাম, সুধারামের জীবন সর্ব্বস্ব মা! মা'র অদর্শনে সুধারামের পক্ষে জগৎ সংসার শূন্য-অন্ধকার-অরণ্যময়! মায়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া পুত্র সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রনা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে। কার্য্যসূত্রে মাসেক কারণ সুধারামকে স্থানান্তরে থাকিতে হয়, সুধারাম-জননী তৎকালে রুগ্নশয্যায় শায়িতা, পুত্রের একান্ত ইচ্ছা মাতার সন্নিকটে থাকিয়া পরিচর্য্যা করেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে পরের অধীনে কর্ম্ম করিতে হয়, এজন্য অনভিমত সত্বেও তাঁহাকে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়। তিনি সংসারভারে আক্রান্ত হইয়া জগতের সারবস্তু রুগ্না মাতৃধনের পদসেবায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেবা সুশ্রূষা কারণ একমাত্র বালিকা সহোদরা ব্যতীত আর কেহই ছিল না—এ আক্ষেপ, এ পরিতাপ তাঁহার হৃদয়ের প্রতি লোমকূপে বিদ্ধ হইয়া ছিল। তিনি কাতর কণ্ঠে মাতৃ সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে নয়নাসারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যথাকালে বাটী প্রত্যা-গমন করিয়া সুস্থশরীরা মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া সুখী হইলেও প্রবাসে জননীর জন্য ব্যাকুল অন্তঃকরণের কথা ইহজন্মে বিস্মৃত হইলেন না। পরা-ধীনতায় কালযাপন অপেক্ষা নীচ ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ গৌরবের বিষয় বলিয়া জানিলেন, ইহা হইতেই সুধারামের স্বাবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। এক্ষণে ভগবান দীনের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সুধা-রাম দিন দিন স্বীয় ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহাকে পরের মুখাপেক্ষি হইয়া উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য ভাবিত বা বিচলিত হইতে হয় না। শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাধের সংসার পাতিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন কামনা সুধারামের চিত্তে বলবতী হইল; তাঁহার মাতা শোকতাপে জর্জ্জরিতা হইয়াছেন, এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূমাতাকে লইয়া ঘর সংসার করিতে তাঁহার একান্ত সাধ হইল; অনিচ্ছাসত্বেও সুধারাম মাতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন, অবিলম্বে বিবাহের যথাযথ উদ্যোগ হইতে লাগিল।

সমভাবে সকল দিন যায় না, দুঃখের পর সুখ—সুখের পর দুঃখ, পর্য্যায় ক্রমে ঘটিয়া থাকে। উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়া প্রতি পদবিক্ষেপে দৃষ্টি থাকিলে উপরোত্তর সমধিক শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা, এজন্য সুধারামের দিন দিন সমধিক উন্নতি ; এ ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। সুধারাম সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ রহিয়াছে ; এ নিমিত্ত তাঁহাকে বিঘ্ন বিপত্তির বিভীষিকা সহ্য করিতে হয় নাই, কমলা দেবী দিন দিন প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বেই সুধারাম সহোদরার বিবাহ উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার তৎকালে বিশেষ কিছুই সঙ্গতি ছিলনা, তত্রাচ তিনি ভগ্নীর বিবাহে ক্ষমতাতীত ব্যয় করিয়াছিলেন। একমাত্র সহোদরা শ্যামা, মাতার প্রতি তাঁহার যে পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, ভগ্নীর প্রতি তদনুযায়িক স্নেহ মমতা থাকায়, ভাই ভগ্নীর সদ্ভাবের অভাব ছিলনা। শ্যামাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া সদা সর্ব্বদা সুধারাম তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। গোলকপুরের সন্নিকটেই শ্যামনগর, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় তথাকার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র ব্যবস্থাজীবী রাইচরণের সহিত শ্যামার বিবাহ হয়। রাইচরণের স্বভাব চরিত্র লোকে আদর্শ স্বরূপ ছিল, তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী হইয়াও তাঁহার শরীরে হটকারিতা বা প্রাগলভতার লেশমাত্র ছিল না ; তিনি পরিচিত অপরিচিত সকলেরই সহিত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আলাপ পরিচয় করিতেন। এদিকে ওকালতিতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, প্রকৃত-পক্ষে শ্যামা রাইচরণের গৃহলক্ষ্মী হওয়ায় তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ধন সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সন্তান সন্ততিকে সুখী দেখিলে পিতা মাতার মন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়। জনক জনকী সন্তানের যেরূপ হিত কামনা করিয়া থাকেন, এ সংসারে সে ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। এক দিকে সুধারামের দিন দিন উন্নতি, অন্যপক্ষে শ্যামার অতুল সুখভোগ—বৃদ্ধার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। দুর্দ্দিন অন্তে সুদিনের সুপ্রভাতেই সকল পক্ষে সুবিধা ঘটিয়া থাকে। গোলকপুর হইতে প্রহরের পথ দেবীগ্রাম, দেবীগ্রামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাস। কমলাকান্তের বিষয় সম্পত্তি তাদৃশ না থাকিলেও লোকসমাজে তাঁহার মান সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, কোন বিষয়েই তাঁহার তাদৃশ আসক্তি ছিল না ; তবে সংসারধর্ম্ম রক্ষায় যাহা না করিলে নয়, যোগেযাগে তাহাই নির্ব্বাহ করিতেন ; সাংসারিক ভাবনা চিন্তা তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে স্থান পাইত না। লক্ষ্মী নাম্নী তাঁহার এক অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না দুহিতা ছিল। দিন দিন কন্যা বয়স্থা হইলেও তিনি বালিকাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন চিত্ত

হন নাই। তাঁহার স্থির ধারণা ছিল যে, বিধাতার ভবিতব্য দিনে শুভকার্য্য সমাধা হইবে। যে ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস, তাঁহার নিকটে কোন কার্য্যই নিষ্ফল হইবার নহে। এদিকে সুধারামের মাতা পুত্রের বিবাহ জন্য ব্যস্ত হইয়া স্থানে স্থানে ঘটক পাঠাইতেছেন, ওদিকে কমলাকান্ত নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন ; বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সুধারামের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধ স্থির হইল। ধনে মানে বিষয় মর্য্যাদায় সুধারামের এক্ষণে আর কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু তিনি কমলাকান্তের উদারতা ও প্রশান্ত ভাব দর্শনে আদান প্রদান সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পতির লোকান্তরে সুধারাম-মাতার সকল সাধ বিষাদে পরিণত হইয়াছিল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা লইয়া তিনি সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, অনাথিনী অপগণ্ড পুত্র কন্যা লইয়া কোন দিকে ভাসিয়া যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির ছিল না, ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বিতাড়িতা হইয়াও বৃদ্ধা প্রতিমূহূর্ত্তেই ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দিন যাপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করিয়াছেন।

মনুষ্য হৃদয়েই সুখ ইচ্ছা বলবতী। বৃদ্ধা গোপনে গোপনে হৃদয়ের নিভৃত দেশে যে পুত্র কন্যাকে লইয়া সংসারী হইবেন—কামনা করিয়া ছিলেন, আজ তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। যোগ্য পাত্রে শ্যামার বিবাহ দিয়াছেন, উপযুক্ত পুত্র চন্দ্রমুখী বধু লইয়া গৃহে আসিয়াছেন। এ আনন্দ মিলনে বৃদ্ধার আনন্দের আর সীমা নাই।

লোক লৌকিকতা, আহার ব্যবহার, আদান প্রদান, সামাজিক ও সংসারিক সকল কার্য্যই সুধারামের নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে, শ্যামা এক্ষণে বৎসরের অধিকাংশ দিনই শ্বশুরালয়ে থাকে, মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিয়া বৃদ্ধা জননী ও ভ্রাতাদির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যায়।

সুধারামের মাতা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, সংসার-কার্য্যে তাঁহার আর তাদৃশ ক্ষমতা নাই। তবে গৃহিণীভাবে সকল কার্য্যের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার বধূমাতাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারেন না। লক্ষ্মীমণি পতিগৃহে নীতা হইয়াই সংসারধর্ম্ম গৃহস্থালী সকলই বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে প্রতি কার্য্যেই শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহায়তা করিতে হয়। সতের আদর সৎ বুঝিতে পারে, শাশুড়ী বৌতে একমন একপ্রাণ হইয়াছেন, একের সামান্য বেদনা ধরিলে, অন্যের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে ; শ্বশ্রূঠাকুরাণী কথার কথায় বধূমাতাকে উপদেশ দেন, লক্ষ্মীমণি সে গুলি বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করে এবং কার্য্যসূত্রে তাহার একটীরও অবমাননা করে না। আজ সুধারামের সংসার জাজ্জল্যমান, অসংখ্য দাস দাসীতে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী

যথাযথ গুরুজনের অভিবাদন পূর্ব্বক গৃহস্থালী চালাইতেছেন, ব্যবসাসূত্রেও দিন দিন আয়ের বৃদ্ধি হইতেছে; অনাথ, নিরাশ্রয়, আতুর ও অক্ষম ব্যক্তিগণ সুধারামের আশ্রয় পাইয়া সুখে কাল কাটাইতেছে, শত্রু মিত্র সকলেই সুধারামের যশোগান করিতেছে।

আয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যয়ের তালিকা বাড়িয়া যায়। এক্ষণে নিঃস্ব সুধারামের বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি বারমাসে তের পার্ব্বণ চলিতেছে, অতিথি অভ্যাগতের যথাযথ সৎকার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়, কন্যাভার গৃহস্থের দায় উদ্ধার—এবম্বিধ সৎকার্য্যেই সুধারাম ইহ পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করিতেছেন। সংসারী মাত্রেই সুখ দুঃখের অধীন, একের অস্তে অন্যের উদয়—এইভাবে সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে, আসিতেছে ও আসিবে; যতদিন সংসারের সহিত রক্তমাংস শরীরি মনুষ্যের সংস্রব থাকিবে, এভাবের কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

একদিবস সুধারাম মাতার নিকটে বসিয়া বিবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা বলিলেন, বাবা! দিন দিন শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, দেহে আর সামর্থ নাই, এখন ইচ্ছা—অন্তিম দশায় কাশীধামে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদ পদ্মে স্থান পাই।" মাতার কথায় সুধারামের কখনও দ্বিরুক্তি নাই, তিনি সদসৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া মাতৃ আজ্ঞায় সম্মতি দিয়া থাকেন। এক্ষণে সহসা জননী সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন—কেন, কি জন্য তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কোন কথার উল্লেখ করিলেন না; অধিকন্তু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মা! আমার ইচ্ছা, আর কিছুদিন এখানে থাকিয়া কাশীযাত্রা করেন; আপনার ইচ্ছা, আপনার আদেশই আমার অলঙ্ঘনীয়, আপনার অনুমতির সঙ্গে সঙ্গেই আমি সম্মত হইয়াছি, স্থির জানিবেন। কিন্তু মা! তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আর কার মুখ চাহিয়া এই মায়াময় সংসারে জীবন ধারণ করিব?"

বৃদ্ধা। বৎস! এক যায়, আর আসে—সংসারের ধর্ম্ম এই। আমার খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, সংসারে আর প্রয়োজন কি? ভগবান করুন, তোমরা অক্ষয় অমর হইয়া সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে কালযাপন কর।

মাতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সুধারাম বৃদ্ধার কথায় স্বীকৃত হইলেন, শুভদিনে শুভক্ষণে স্বয়ং সুধারাম মাতাকে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিবেন বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই সুধারাম জননী বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, অভাগিনীর মনের আশা মনেই লীন হইল। পুত্র

মাতার যথাযথ সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি করিলেন বটে, কিন্তু মাতৃসত্য পালন করিতে পারিলেন না বলিয়া, মনে মনে অনুতাপিত হইলেন।

বহুকষ্টে বহুশ্রমে সুধারাম দশ টাকা সংস্থান করিয়াছেন, এক্ষণে উপার্জ্জনে তাঁহার আর তাদৃশ অনুরাগ নাই, অধিকন্তু এই সুদীর্ঘকালে তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্রমে ক্রমে ভগ্ন হইয়া আসিল। প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যেরূপ অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, এক্ষণে তাহার আর সেরূপ ক্ষমতা নাই। দিনে দিনে তাঁহার শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এ সময়ে শরীরের প্রতি যত্ন ব্যতিরেকে পরিণামে অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হইবে; তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন; যে সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, তৎপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিশ্রম শক্তির হ্রাস হইয়াছিল, এক্ষণে স্নেহময়ী জননীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া তাঁহার সংসারের প্রতি অনুরাগ তাদৃশ রহিল না, তবে যাহা না করিলে নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও উদ্যম একে একে ভঙ্গ হইয়া আসিল, তিনি মাতৃহারা হইয়া সতত সশঙ্কিতভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুধারামের কাজ কর্ম্মে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায়, অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ দিনে দিনে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল; প্রভুর সাক্ষাতে যাহারা পারদর্শীতা দেখাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ যত্নে কার্য্য করিত, এক্ষণে তাঁহার দর্শন না পাইয়া,—তাহাদের প্রভুর কার্য্যে শৈথিল্য হওয়ায় উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির সূত্রপাত হইল। ভাঙ্গড়ের মুখে নদীর বাঁধ ক্রমশই ভাঙ্গিতে থাকে; সুধারামের পক্ষেও তাহাই ঘটিল। আজ অমুক কর্ম্মচারী তহবিল ভাঙ্গিয়া পলাইল, কাল কোন মহাজন দেউলিয়া হইল, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য এককালে হতশ্রী হইয়া পড়িল। সুধারাম আশৈশব অর্থোপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিষয় বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছিল, এক্ষণে জীবনের নির্দ্ধারিত দিন কয়েকটীর কত দিনে শেষ হইবে, তিনি সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। বিষয় সম্পত্তির যে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ ব্যতিরেকে ক্ষয় হইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই; অথচ ইতি পূর্ব্বেই তিনি অনাথ-আশ্রম, পান্থনিবাস, বিদ্যামন্দির, চিকিৎসালয় প্রভৃতি কয়েকটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মাসিক সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আয় হইতে ব্যয় হইলে লোকের টাকার প্রতি বিশেষ মমতা জন্মে না, কিন্তু সঞ্চিত টাকা হইতে খরচ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে টাকা ব্যয় হইল, ইহা পূরণ করিতে না পারিলে

মূলধনের কতকাংশ নষ্ট হইয়া গেল। সুধারাম আর সে সুধারাম নাই, এক্ষণে তাঁহার আসক্তি, স্পৃহা, বাসনা একে একে সমস্তই ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে, এদিকে ব্যবসায় দিন দিন ক্ষতি হইতেছে, ওদিকে নিত্যব্যয়ের তালিকা বাড়িয়া উঠিতেছে। তিনি এক দিবস নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জনে বসিয়া বিগত ঘটনাবলী চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডয়মানা হইলেন। স্বামীর মনে আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, আমোদ নাই, সাধ্বীসতী তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। পতিপ্রাণার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহাকে পূর্ব্বমত বিষয় কার্য্যে লিপ্ত দেখেন, তিনি তজ্জন্য সাধ্যমত স্বামীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা পাইলেন। সুধারামকে অন্য মনস্ক দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী কাতরকণ্ঠে সজল নয়নে পতির চরণযুগলে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন, "নাথ! ঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ হইতে সংসারের আর সে শ্রীছাঁদ নাই! যাঁহাকে লইয়া সংসার, যিনি সংসারের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার এরূপ ভাবগতিক দেখিয়া সকলই যেন শূন্যময় বোধ হইতেছে! আমি—মহাপাতকী, রাক্ষসী—আমার আসাতেই সোণার সংসার বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে।" সুধারাম নিজভাবেই নিমগ্ন আছেন, প্রণয়িণী যে নয়নাসারে সিক্ত হইয়া এরূপ দুঃখ কাহিনী স্বামী সকাশে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্যও নাই, তথাচ পতিপ্রাণা পতির প্রেমপূর্ণ বাক্য প্রতীক্ষায় সেই ভাবেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুধারামের সংসারের সাধ মিটিয়াছে, লক্ষ্মীর তাহা হয় নাই। তিনি স্বামীকে অন্য মনস্ক দেখিলেই কাঁদিতে থাকেন; সংসারে শাশুড়ী নাই যে, তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করিবে, ননদিনী পরগৃহিণী; গৃহে অন্য কোন আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। দাস দাসী প্রভুর মন যোগাইয়া কার্য্য করে বটে, কিন্তু তাহাদের স্বার্থের প্রতি ষোল আনা দৃষ্টি, প্রভু বা প্রভুপত্নীর সুখাসুখে অংশ গ্রহণ তাহাদের ভাণ মাত্র! বৃদ্ধার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সুধারাম একে একে দুইটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার আর সন্তান সন্ততি হয় নাই, জ্যেষ্ঠটীর নাম গোপাল, কনিষ্ঠের নাম রাখাল। পুত্র দুইটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়া শুনা করিতেছেন; বাটীতে শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যথারীতি উভয়কে সুশিক্ষিত করিতেছেন, রাখাল ও গোপালে চির সদ্ভাব, উভয়ে এক মন এক প্রাণ, একের সুখ দুঃখে অন্যে সমভাগী। সুধারামের সুখের দশায় উভয়ে জন্মিয়াছেন, এজন্য আজীবন উভয়ে সুখ সচ্ছন্দে যাপন করিয়াছেন, সংসারী যে কারণ সোণার শরীর মাটি করে, আহার নিদ্রায় সুখ পায় না, চিন্তাবিষে জর জর হইতে থাকে, ভগবানের অনুগ্রহে সুকৃতী পিতার পুণ্যফলে তাঁহাদিগকে সে জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। এতাবৎকাল উভয়ে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠেই

মনোযোগ দিয়াছেন, ভালমন্দ কোন দিকেই দৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে পিতা মাতার ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহাদের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। এতাবৎকাল বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লোলুপ হইয়া উভয়েই একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম করিতেছিলেন, সংসারের উন্নতি অবনতির কারণ কিছুই জানেন নাই, পিতার সহসা এরূপ ঘোর পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। এক্ষণে গোপাল বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি পড়িতেছেন, কনিষ্ঠের এই বৎসর এল, এ পরীক্ষা দিবার কথা। পিতামহীর মৃত্যুতে উভয়েই কাতর হইয়াছেন, কিন্তু সংসারে কেহ চির দিন থাকে না, জন্ম মৃত্যু অপরিহার্য্য, জন্মাইলেই মৃত্যু অবধারিত রহিয়াছে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া উভয়েই বিলাপ অনুতাপে তাদৃশ বিহ্বল হয় নাই। গত শোক সময়ে সময়ে উথলিয়া উঠে, মন প্রাণ ব্যাকুল করিতে থাকে, কিন্তু পর-ক্ষণে সে কথা আদৌ স্মরণ থাকে না, বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইলে, স্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যায়, কিন্তু যাহা চক্ষুর সমক্ষে দেদীপ্যমান, রাত্রি দিন প্রতি মূহূর্ত্তে নয়ন-পথে পতিত হইতেছে, নিত্য নূতন ভাবে হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত রহিতেছে, তাহার চিন্তা ও ভাবনা হইতে মনকে বিষয়ান্তরে সংযোগ করা বড়ই সুকঠিন। গোপাল ও রাখাল উভয়েই লেখা পড়া শিখিয়াছেন, সদসৎ বিচার শক্তি উভয়েরই জন্মিয়াছে, উভয়েই বয়সোচিত বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, এ জন্য পিতৃদেবের অবস্থা দেখিয়া পিতামহীর শোকাপেক্ষা উভয়েই অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মাণ ও ম্লান হইয়াছেন; আর তাঁহাদের সেরূপ আমোদ প্রমোদ বা স্ফূর্ত্তি নাই।

হিন্দুগৃহে গৃহিণী ব্যতীত সংসার-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, পতিব্রতা সাধ্বী সতী স্বামীর গৃহস্থালী রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরুষ অর্থোপার্জ্জনে দৃষ্টি রাখিয়া কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে সংসারের অভাব মোচন করে; গৃহধর্ম্ম গৃহিণীর কার্য্য। যে গৃহে গৃহিণীর সংসারের প্রতি অনুরাগ নাই, তথায় নিত্য অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মীমণি পতির উপার্জ্জনে শৈথিল্য দেখিয়াই মনে মনে ভাবি অমঙ্গলের বিষয় ভাবিয়া ছিলেন, দিনে দিন যতই তিনি স্বামীর কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার চিত্তের স্থিরতার হ্রাস হইতে লাগিল। স্বামীই সংসারের সকল সুখের মূল—বিষয় সম্পত্তি, ধন ঐশ্বর্য্য সমস্তই সুধারামের স্বোপার্জ্জিত, তিনি স্বেচ্ছায় নষ্ট করিলে তাহার হন্তারক হইতে অন্যের সাধ্য নাই, তবে তাঁহার ইষ্টানিষ্টের প্রতি উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ও গৃহিণী নির্ভর করিতেছে। এজন্য এক দিবস লক্ষ্মীদেবী গোপাল ও রাখালকে ডাকাইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চিত্ত-বিকারের সঙ্গে সঙ্গেই সুধারাম অন্দর মহলে প্রায়ই প্রবেশ করিতেন না, তাঁহার আহার বিহার সমস্ত কার্য্যই প্রায় বৈঠকখানায় হইত। অবনতি

স্রোতমুখে পতিত হইলে দিনে দিনে মন্দ ঘটিয়া থাকে, সুধারামের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি আর প্রসন্না নহেন, তিনি সার বস্তুর আদর ভুলিয়া অসার সামগ্রীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; যে যে গুণে তিনি জনসমাজে গণ্য মান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আর তাহা নাই। তিনি সচ্চরিত্র ও সাধু পুরুষের আদর্শ হইয়া ও এক্ষণে সাধারণ দোষের আধার হইয়াছেন। তাঁহার দেবোপম চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে, সুরা ও বারাঙ্গনায় তাঁহার চির বিদ্বেষ সত্বেও আজ তিনি তাহাদেরই সেবাদাস—ক্রীড়ার পুতুল হইয়াছেন। স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, কারুণ্য ভাব একে তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কাঠিন্য, নিষ্ঠুরতা, পর পীড়ন ও অত্যাচারে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি শিথিল করিয়াছে, মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার আর কোন শক্তিই তাঁহাতে নাই। সপুত্র লক্ষ্মীদেবী স্বামী সকাশে উপনীত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "স্বামি! যাঁহাকে লইয়া সংসার, তাঁহার যদি এই ভাব, তাহা হইলে আর গৃহধর্ম্মে প্রয়োজন কি?" সুধারাম সুধাপানে সংজ্ঞাহীন। পত্নীর কাতর বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হইয়া, তিনি পুরুষ ভাবে অকথ্য কথনে যারপর নাই স্ত্রীর তিরস্কার করিলেন। লক্ষ্মীদেবী অবগুণ্ঠনে মুখখানি লুকাইয়া শত ধারায় নয়নবারি বর্ষণ করিতে করিতে তদ্দণ্ডে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাখাল ও গোপাল ইতিপূর্ব্বেই পিতার অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে কোন কথা বলিলে ফল দর্শাইবে না. অধিকন্তু হয়ত কথায় কথায় পূজ্যপাদ পিতার বিরক্তি ভাজন হইতে পারে, মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে মাতার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সোণার সংসার ছারখার হইয়াছে; সে শোভা নাই সৌন্দর্য্য নাই; অগ্নি স্ফুলিঙ্গে দাবানল যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সুধারামের চিত্ত বিকারের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের শ্রীছাঁদ সকলই ঘুচিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি নিমেষে শেষ হইল, তৎসমস্ত দুষ্ট লোকে সুযোগ বুঝিয়া আত্মসাৎ করিল। এক সময়ে যে সুধারাম সমাজের গণ্য মান্য ছিলেন, যাঁহার স্তুতিবাদ দেশের লোকের মুখে ধরিত না, অবস্থার পরিবর্ত্তনে এক্ষণে তাহারাই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, কেহ ডাকিয়াও একটী কথা জিজ্ঞাসা করে না, স্বার্থময় জগতের সম্যক্ পরিচয় দেখাইল। অভাগা দিনে দিনে দেনায় জড়িত হইয়া পড়িল, পাওনাদারগণ ঘন ঘন টাকার তাগিদ করে, অথচ সুধারাম করার মত কার্য্য করিতে না পারায়। তাহাদিগের নিকট অবমানিত ও

নিন্দিত হইল। এক্ষণে সে নররূপে পিশাচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ভাল মন্দ বিচার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছে। পতিপ্রাণা লক্ষ্মীদেবী তাহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা নিশি চক্ষের জলে ভাসিতে ছিলেন। উপযুক্ত পুত্রদ্বয় সমক্ষে তাঁহারই অবমাননার একশেষ হইল।

সুধারামের সুন্দর ভবন এখন শ্মশানে পরিণত হইল, সাধ্বী সতী স্বামী সকাশে অবমানিতা হইয়া একবার পিত্রালয়ে যাইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মতি গতির পরিবর্ত্তন হইল। পিত্রালয়ে কেহই নাই যে, তাঁহাদের নিকট মনোদুঃখের সহানুভূতি পাইবেন; পিতা মাতা কয়েক বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে পিতৃগৃহে সপরিবারে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া বাস করিতেছেন। সেখানে যাইতে তাঁহার মন সরিল না। সতী মনস্তাপানিলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল, কিন্তু যাহা যায়, তাহা আর ফিরে না! সুধারামের চক্ষুর সমক্ষে এই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হইল না, পতিপ্রাণার প্রাণত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সুধারামের পতন অবধারিত হইল, আর তাহার উন্নতির কোন সম্ভাবনা রহিল না। উপযুক্ত পুত্রদ্বয় গর্ভধারিণী ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলেন, অকালে তিনি আত্মঘাতিনী হইলেন. পিতাই তাঁহার অপমৃত্যুর এক মাত্র কারণ বলিয়া জানিলেন ও পূজ্য পিতার মনে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ, সে পাপের পরিত্রাণ নাই জানিয়া মনোবেদনা মনেই রাখিলেন, মুখে একটীও কথা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদের উভয়েরই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাশক্তি মাতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কত আক্ষেপ কত পরিতাপ করিতে লাগিলেন, একে একে পুরাতন কথাগুলি যতই তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা অধিকতর কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এখন সুধারামের অধিকাংশ সময়ই গণিকালয়ে অতিবাহিত হয়, অভাগা মান, লজ্জা, লোকাপবাদ একে একে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে. সহধর্ম্মিণী যে তাঁহারই জন্য আত্মঘাতিনী হইলেন, সুযোগ্য পুত্রদ্বয় যে তাঁহারই বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত আত্মহারা হইয়াছেন, তিনিই যে সংসার উৎসন্নের মূল কারণ—এ সকল কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। হতভাগ্য আপন ভাবে বিভোর হইয়া রহিল। রাখাল ও গোপাল সংসারের প্রতি ধিক্কার দিয়া কাতর হৃদয়ে গৃহ হইতে উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সুধারামের লোকজন পূর্ব্ব হইতেই একে একে সকলেই সরিয়া পড়িয়া ছিল, অন্ধের নয়ন জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রদ্বয়—তাঁহারাও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!

সুধারাম সংসারে একা, যাহাদের লইয়া তিনি সংসারী হইয়াছিলেন, একে একে সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে ; সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে কপট ও প্রকৃত বন্ধুর সহিত তাঁহার সখ্যতা হইয়াছিল, একে একে সকলকেই তিনি জানিতে ও চিনিতে পারিলেন ; তাঁহার নিকটে কাহারই পরীক্ষার বাকি রহিল না। তাঁহার উন্নতির অবস্থায় বৈঠকখানায় লোক ধরিত না, সকলেই তাঁহার কত প্রশংসা কত স্তুতিবাদ করিত, কিন্তু কমলা দেবী তাঁহার প্রতি নিদয়া হইলে দিন দিন যে তাঁহার অবনতি হইল, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইল ; বহুকষ্টে বহু পরিশ্রমে সুধারাম সংসারে সুখী হইয়াছিলেন, একমাত্র গর্ভধারিণীই তাঁহার উন্নতির সোপান, তিনি মাতৃ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন এবং স্বল্প দিনেই উন্নতির চরম সীমা লাভ করিয়াছিলেন, মাতার অবর্ত্তমানে সে ভিত্তি টলিয়া গেল ! সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা লক্ষ্মীদেবী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর আসন গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে স্বামী ইতিপূর্ব্বেই বিপথগামী হওয়ায় অভাগিনী যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াও নিষ্ফলতাপ্রযুক্ত স্বেচ্ছায় নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

বিধাতার ভবিতব্য খণ্ডিত হইবার নহে, তিনি যাহার জন্য যখন যাহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের কদাচ কোন সম্ভাবনা নাই। সুধারাম লোকের চরিত্র পরীক্ষায় বুঝিতে পারিলেন যে পৃথিবীতে এখন টাকাই সার—অর্থই অনর্থের মূল কারণ। ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয় সম্পত্তি, দান ধ্যান, চুরি ডাকাতী, বিশ্বাস ঘাতকতা প্রভৃতি যাহা কিছু সদসৎ সমুদয় বিষয়েই টাকার সংস্রব। মান অপমান, সমাজ সংসার লোক লৌকিকতা সকলই টাকার খেলা। টাকায় তিনি জন সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন, টাকার অভাবেই তাঁহার অনাদর হইয়াছে, টাকা বিষ,—টাকাই অমৃত ! জীবনের অবশিষ্ট কাল আর তিনি অকিঞ্চন কাঞ্চন কারণ মনোনিবেশ না করিয়া যে পথে যাইলে অনিত্যের প্রতি তাকাইতে হয় না, সার বস্তু লাভ হইতে পারে, সেই দুর্লভ পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্থিব সংস্রব তাঁহার আর কিছুই রহিল না, তিনি এক মনে এক প্রাণে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

——

সমাপ্ত।

Printed by Dina Nath Manna at the Nava kavya Prokas Press
No. 4 Jagannath Soor's Lane,—Calcutta.